প্রকাশনা সংখ্যা-

অনুক্রম নং-

সেবা খাতের নির্বাচিত হোটেল সমূহের ২০১৫ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রতিবেদন

মে-২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও)
শিল্প মন্ত্রণালয়
৯১,মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।
www.npo.gov.bd

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেবা খাত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। আর সেবা খাতের অন্যান্য উপখাতের মধ্যে হোটেল ও রেস্টুরেন্ট একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত। যেহেতু আমাদের GDP প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধিতে সেবা খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাই আমাদের উচিত উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের মাধ্যমে সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করা। বর্তমানে সারা বিশ্বে এই খাত দ্রুত বিকাশমান খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বাংলাদেশেও এ খাতের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। এ অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের এই খাতে সেবার মান উন্নত করার মাধ্যমে আরও বেশি উৎপাদনমুখী করতে হবে। আর এই জন্য প্রয়োজন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতার গতিধারার উপর নজর রাখা। উৎপাদনশীলতার গতিধারা নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতার দিকগুলো চিহ্নিত করে কিভাবে চিহ্নিত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে প্রতিষ্ঠানকে আরও বেশি উৎপাদনশীল করা যায়, ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এই বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং কনসালটেন্সী সার্ভিস প্রদান করে আসছে।

প্রতিবেদনে ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ সালের আবাসিক হোটেল ভিত্তিক শ্রম উৎপাদনশীলতা, সংযোজিত মূল্যের মার্জিন, জনপ্রতি সার্ভিস চার্জ, প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়, গড় শ্রম ব্যয় এবং মূলধন উৎপাদনশীলতা পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে সার্ভিস চার্জ হিসেবে সংযোজিত মূল্য ও খরচের হারের পারস্পরিক অবস্থান দেখানো হয়েছে। এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যাদি পর্যালোচনা হতে মালিক, ব্যবস্থাপক, নীতি নির্ধারকসহ সকলে উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান তথ্য সরবরাহ করে প্রতিবেদন প্রস্তুত কার্যক্রমকে সফল করেছেন সে সকল প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে এনপিও এর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রকাশনার কাঠামোগত উন্নয়নে যে কোন সুচিন্তিত মতামত সাদরে গ্রহণ করা হবে।

এস.এম. আশরাফুজ্জামান
পরিচালক (যুগ্ম সচিব)

প্রতিবেদনে যারা কাজ করেছেন

১। জনাব এ টি এম মোজাম্মেল হক : সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন
উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা

২। মিজ সুরাইয়া সাবরিনা : পরিকল্পনা, গঠনপ্রণালী তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত ।
গবেষণা কর্মকর্তা

৩। জনাব সৈয়দ জায়েদ-উল ইসলাম : তথ্য সংগ্রহ , তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত ।
গবেষণা কর্মকর্তা (সিসি)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গনাইজেশন (এনপিও)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্তণাধীন একটি সরকারি দপ্তর। দেশের উৎপানশীলতা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে "জাতীয় শ্রম উৎপাদনশীলতা পর্যবেক্ষণ ও পরিনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (এনসিএমএলপি)" নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটিকে উন্নয়ন খাত হতে সরকারের নিয়মিত রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরপূর্বক শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় হতে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)" নামে শিল্প মন্ত্রণালয়ে ন্যাস্ত করা হয়।

জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করার লক্ষ্যে এনপিও শিল্প কারখানা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা ও উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য নিয়মিতভাবে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্রতিবছর বিভিন্ন কর্মসূচী দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করে থাকে।

উদ্দেশ্য:

- বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে উৎপাদনশীলতাবোধ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে উদ্যোক্তা এর ভূমিকা পালন ;
- উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে যথাযথ কলাকৌশল উদ্ভাবন ও নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নিয়মিতভাবে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা ;
- শিল্প কারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতার গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরামর্শ সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রভাবক হিসাবে দায়িত্ব পালন ;
- উৎপাদনশীলতা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং বিশ্লেষণসহ বিভিন্ন মহলে বিতরণ করার লক্ষ্যে তথ্য ভান্ডার গঠণ;
- বাংলাদেশে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে ফোকাল পয়েন্ট এর দায়িত্ব পালন।

কার্যাবলী:

- উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- শিল্প কারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিক ও পদ্ধতিগতভাবে উৎপাদনশীলতা সচেতনতা প্রচারাভিযান পরিচালনা;
- আন্তর্জাতিক, জাতীয়, কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন করা ;
- শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কোষ গঠন ও জাপানী 5s পদ্ধতি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;
- উৎপাদনশীলতা সংক্রান্ত সমীক্ষা/জরীপ এবং কেইস ষ্টাডি পরিচালনা।
- প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি ধাপে জাপানী KAIZEN পদ্ধতির বাস্তবায়ন;
- গ্লোবাল ডিসটেন্স নেটওয়ার্কের আওতায় উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বিভিন্ন Tools & Techiques এর e-Learning কোর্স পরিচালনা।

সূচি পত্র

০১। প্রথম অধ্যায় :

প্রতিবেদনে ব্যবহৃত সূত্রাবলী ও তার ব্যাখ্যা --- I- II

০২। দ্বিতীয় অধ্যায় : --- ১-৫

ভূমিকা --- ০১
সমীক্ষা পদ্ধতি --- ০১
উদ্দেশ্যাবলী --- ০১
সারাংশ --- ০২-০৫
সুপারিশ --- ০৫

০৩। তৃতীয় অধ্যায়:

হোটেল নিরভানা ইনঃ

(ক)	প্রতিষ্ঠান পরিচিতি		০৬
(খ)	সারণী-১	সংযোজিত মূল্যের উপাত্ত	০৭
(গ)	ফিগার-১.০	সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতার অনুপাত	০৮
(ঘ)	সারণী-২	সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতার অনুপাত	০৮
(ঙ)	ফিগার-১.১	মূলধন উৎপাদনশীলতা	০৯
(চ)	সারণী-৩	মূলধন উৎপাদনশীলতা	০৯
(ছ)	সারণী-৪	মোট আয়ের তুলনায় সংযোজিত মূল্য, কাচাঁমাল ও অন্যান্য খরচের শতকরা হার	১০
(জ)	ফিগার-১.২	প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়ের অনুপাত	১১
(ঝ)	সারণী-৫	প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়ের অনুপাত	১১
(ঞ)	সারণী-৬	মূলধন উৎপাদনশীলতার সাথে সম্পৃক্ত ব্যয়ের তুলনামূলক উপাত্ত	১২
(ট)	ফিগার-১.৩	প্রফিটিবিলিটি অনুপাত	১৩
(ঠ)	সারণী-৭	প্রফিটিবিলিটি	১৪

হোটেল ক্যাসল সালামঃ

(ক)	প্রতিষ্ঠান পরিচিতি		১৫
(খ)	সারণী-১	সংযোজিত মূল্যের উপাত্ত	১৬
(গ)	ফিগার-১.০	সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতার অনুপাত	১৭
(ঘ)	সারণী-২	সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতার অনুপাত	১৭
(ঙ)	ফিগার-১.১	মূলধন উৎপাদনশীলতা	১৮
(চ)	সারণী-৩	মূলধন উৎপাদনশীলতা	১৯
(ছ)	সারণী-৪	মোট আয়ের তুলনায় সংযোজিত মূল্য, কাচাঁমাল ও অন্যান্য খরচের শতকরা হার	১৯
(জ)	ফিগার-১.২	প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়ের অনুপাত	২০
(ঝ)	সারণী-৫	প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়ের অনুপাত	২০
(ঞ)	সারণী-৬	মূলধন উৎপাদনশীলতার সাথে সম্পৃক্ত ব্যয়ের তুলনামূলক উপাত্ত	২১
(ট)	ফিগার-১.৩	প্রফিটিবিলিটি অনুপাত	২২
(ঠ)	সারণী-৭	প্রফিটিবিলিটি	২৩

হোটেল ভিক্টরী ইনঃ

(ক)	প্রতিষ্ঠান পরিচিতি	--- --- --- --- --- --- --- --- ---	২৪
(খ)	সারণী-১	সংযোজিত মূল্যের উপাত্ত --- --- --- --- --- ---	২৫
(গ)	ফিগার-১.০	সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতার অনুপাত --- --- ---	২৬
(ঘ)	সারণী-২	সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতার অনুপাত --- --- ---	২৬
(ঙ)	ফিগার-১.১	মূলধন উৎপাদনশীলতা --- --- --- --- --- ---	২৭
(চ)	সারণী-৩	মূলধন উৎপাদনশীলতা --- --- -- --- --- ---	২৮
(ছ)	সারণী-৪	মোট আয়ের তুলনায় সংযোজিত মূল্য, কাচাঁমাল ও অন্যান্য খরচের শতকরা হার	২৮
(জ)	ফিগার-১.২	প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়ের অনুপাত --- --- --- ---	২৯
(ঝ)	সারণী-৫	প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়ের অনুপাত --- --- --- ---	২৯
(ঞ)	সারণী-৬	মূলধন উৎপাদনশীলতার সাথে সম্পৃক্ত ব্যয়ের তুলনামূলক উপাত্ত --- ---	৩০
(ট)	ফিগার-১.৩	প্রফিটিবিলিটি অনুপাত --- --- --- --- --- ---	৩১
(ঠ)	সারণী-৭	প্রফিটিবিলিটি --- --- --- --- --- --- ---	৩২

০৪। চতুর্থ অধ্যায়:

প্রতিবেদনাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম ও ঠিকানা --- --- --- ---	পরিশিষ্ট-‘ক’	৩৩
জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি) --- --- --- --- ---	পরিশিষ্ট-‘খ’	৩৪-৩৫
জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্য-নির্বাহী কমিটি --- --- --- ---	পরিশিষ্ট-‘গ’	৩৬
সেবা সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটি --- --- --- --- --- ---	পরিশিষ্ট-‘ঘ’	৩৭
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পেশাজীবি ব্যক্তিবর্গ ---	পরিশিষ্ট-‘ঙ’	৩৮

প্রথম অধ্যায়

প্রতিবেদনে ব্যবহৃত সূত্রাবলী ও তার ব্যাখ্যা:

১। উৎপাদনশীলতা : কোন উৎপাদনশীল / সেবামূলক প্রতিষ্ঠান যে পরিমান দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করে থাকে ঐ পরিমান দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনে যে উপকরণ ব্যয় হয় এ দুইয়ের অনুপাতকে উৎপাদনশীলতা বলা হয়।

$$\text{উৎপাদনশীলতা} = \frac{\text{উৎপাদন}}{\text{উপকরণ}}$$

২। উৎপাদন (আউটপুট) : উৎপাদন বলতে উৎপাদিত দ্রব্য বা সেবাকে বুঝায় । প্রতিবেদনে আউটপুট বলতে বিক্রয় +মজুদ পরিবর্তন+ বাইপ্রোডাক্ট +অন্যান্য উৎস হতে আয় এর যোগফলকে বুঝায়।

৩। সংযোজিত মূল্য : বিক্রয় + মজুদ পরিবর্তন +বাইপ্রোডাক্ট +অন্যান্য উৎস হতে আয়)-(শিল্পজনিত ব্যয় + অশিল্পজনিত ব্যয়)।

৪। শিল্প জনিত ব্যয় : উৎপাদন পক্রিয়ায় সরাসরি ব্যবহৃত উপকরন সমূহের ব্যয়কে বলা হয় শিল্পজনিত ব্যয়। যেমন- কাঁচামাল ব্যয় ও জ্বালানী ব্যয়।

৫।অশিল্প জনিত ব্যয় : মুদ্রণ, মনোহারী, ডাক ও তার, ব্যাংকিং চার্জ, বীমা, পরামর্শক ব্যয়, হিসাব- নিকাশ ও নিরীক্ষা ব্যয় ইত্যাদি।

৬। মোট ব্যয় : শিল্পজনিত ব্যয়+অশিল্পজনিত ব্যয়।

৭। সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা : $\frac{\text{সংযোজিত মূল্য}}{\text{মোট জনশক্তি}}$

৮।সংযোজিত মূল্য অনুপাত : $\frac{\text{সংযোজিত মূল্য}}{\text{মোট আয়}}$

সংযোজিত মূল্য ও মোট উৎপাদনের অনুপাতকে বুঝায়।

৯। জনপ্রতি আয় : $\frac{\text{মোট আয়}}{\text{মোট জনশক্তি}}$

প্রতিজন কি পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করেছে তা বুঝানো হয়েছে।

১০। মূলধন উৎপাদনশীলতা : $\frac{\text{সংযোজিত মূল্য}}{\text{মোট স্থায়ী সম্পদ}}$

প্রতি টাকা স্থায়ী সম্পদে কত টাকা সংযোজিত মূল্য উৎপাদিত হয়েছে তার পরিমানকে মূলধন উৎপাদনশীলতা বলা হয়।

মোট স্থায়ী সম্পদ
১১। মূলধন ঘনত্ব : -------------------
মোট জনশক্তি

জনপ্রতি কত টাকা উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয়েছে তার পরিমাণকে বুঝায়।

মোট আয়
১২। মূলধন টার্নওভার : --------------------
মোট মূলধন

মূলধন টার্নওভার বলতে মোট উৎপাদন ও স্থায়ী মূলধনের অনুপাতকে বুঝায়।

বেতন ও মজুরী
১৩। জনপ্রতি ব্যয় : ---------------
মোট জনশক্তি

জন প্রতি কত বেতন ও মজুরী প্রদান করা হয়, তার পরিমাণকে বুঝায় ।

সংযোজিত মূল্য
১৪। প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয় : -----------------
বেতন ও মজুরী

প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়ের অনুপাত বলতে সংযোজিত মূল্য ও বেতন ও মজুরীর আনুপাতিক বেতনকে বুঝায়।

অপারেটিং প্রফিট
১৫। প্রফিটিবিলিটি : -------------------- X ১০০
স্থায়ী সম্পদ

প্রফিটিবিলিটি অনুপাত বলতে অপারেটিং প্রফিট এবং স্থায়ী মূলধনের অনুপাতকে বুঝানো হয়েছে। এই অনুপাত নির্দেশ করে যে, কিভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের প্রফিটিবিলিটির মাধ্যমে মূলধন তৈরীতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অপারেটিং প্রফিট
১৬। প্রফিট মার্জিন : --------------------------- x ১০০
আয়

প্রফিট মার্জিন বলতে অপারেটিং প্রফিট এবং বিক্রয়ের অনুপাতকে বুঝায়।

১৭। অপারেটিং প্রফিট : সংযোজিত মূল্য- (বেতন ও ভাতাদি+অবচয়)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূমিকাঃ

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অপূর্ব লীলাভূমি আমাদের এই বাংলাদেশ । এদেশে রয়েছে পর্যটন খাতের অপার সম্ভাবনা। কিন্তু এই অপার সম্ভাবনাকে আমরা যথাযথ ভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হচ্ছি আমাদের হোটেল খাতের দুর্বলতার কারনে । অথচ এই খাতের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । আমরা জানি, বিশ্বায়নের এই যুগে শিল্প ও সেবা প্রতিযোগীতামূলক হয়ে পড়েছে । এখন কোন খাতকে টিকে থাকতে হলে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই টিকে থাকতে হবে । আর টিকে থাকার জন্য অবশ্যই উৎপাদনশীল হতে হবে । সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এ খাতকে উৎপাদনশীল করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে ।

সমীক্ষা পদ্ধতি :

উৎপাদনশীলতা পরিমাপ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য ডাকযোগে ২৫ টি প্রশ্নমালা প্রেরণ করা হয় । যে সমস্ত হোটেল হতে নির্দিষ্ট সময়ে পূরণকৃত প্রশ্নমালা ফেরত পাওয়া যায়নি সেখানে তাগিদপত্র দেওয়া হয় । পরবর্তী সময়ে ব্যক্তিগতভাবে টেলিফোনে ও মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা হয় । এ সমস্ত উদ্যোগের ফলে ৩(তিন) টি প্রতিষ্ঠান হতে তথ্যসহ চাহিদা অনুযায়ী পূরনকৃত প্রশ্নমালা পাওয়া গেছে । উক্ত ৩(তিন) টি প্রশ্নমালা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত সারাংশ :

এই সমীক্ষায় আবাসিক হোটেলের ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ সালের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শ্রম উৎপাদনশীলতা, সংযোজিত মূল্যের মার্জিন, জনপ্রতি সার্ভিস চার্জ, প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়, গড় শ্রম ব্যয় ও মূলধন উৎপাদনশীলতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সফলতা ও দূর্বলতার দিক সমূহ তুলে ধরা হয়েছে ।

উদ্দেশ্য :

- হোটেলে নিয়োজিত মোট জনশক্তির জনপ্রতি শ্রম দ্বারা প্রতিষ্ঠানের কতটুকু সংযোজিত মূল্য সৃষ্টি হয়েছে তা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা ।
- হোটেলের টাকা প্রতি সার্ভিস চার্জ অনুপাতে সংযোজিত মূল্য কত তার শতকরা হার পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা।
- হোটেলের জনপ্রতি সার্ভিস চার্জের পরিমান পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা ।
- গড়ে কর্মচারী প্রতি কত ব্যয় হয়েছে তা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষন করা ।
- হোটেলের   নির্দিষ্ট পরিমান সংযোজিত মূল্য সৃষ্টি করতে কত টাকা কর্মকর্তা/কর্মচারী বাবদ খরচ হয়েছে তা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা এবং
- হোটেলের স্থায়ী মূলধন ব্যবহারের ফলে কতটুকু সংযোজিত মূল্য সৃষ্টি হয়েছে তা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা।

সংক্ষিপ্ত ফলাফলঃ

ক) প্রতিবেদনকালীন সময়ে নির্বাচিত ৩টি হোটেলের মধ্যে হোটেল নিরভানা ইন এর সংযোজিত মূল্য ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ও ২০১৭ সালে উর্ধ্বমূখী ছিল। হোটেল ক্যাসল সালাম এর ক্ষেত্রে ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ ও ২০১৭ সালে উর্ধ্বমূখী ছিল। হোটেল ভিক্টরী ইন এর ক্ষেত্রে ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ ও ২০১৭ সাল পর্যন্ত উর্ধ্বমূখী ছিল। (সারনী-১দ্রষ্টব্য)।

সংযোজিত মূল্য উপাত্ত

ক্রমিক নং	প্রতিবেদনাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম	২০১৫	২০১৬	২০১৭
১	হোটেল নিরভানা ইন	১৬৪.৫৬	১৬৭.০২	১৭৯.৩৬
২	হোটেল ক্যাসল সালাম	৭৭.০৩	১২৭.১৬	২১২.৩৪
৩	হোটেল ভিক্টরী ইন	৫১.৬৪	৭৪.১২	৫২১.৫৩

চিত্রে সংযোজিত মূল্য উপাত্ত

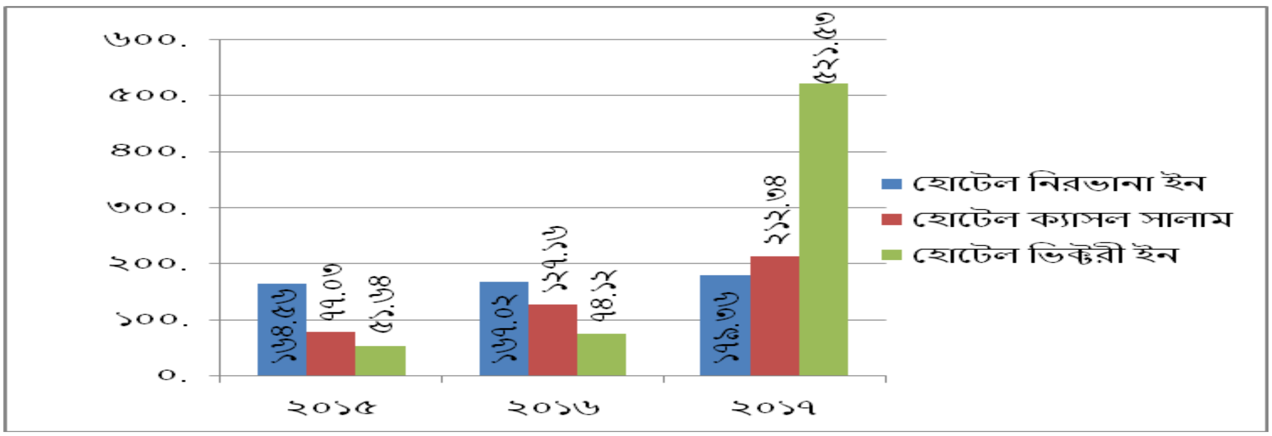

খ) সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা নির্বাচিত ০৩ টি হোটেলের মধ্যে হোটেল নিরভানা ইন এর ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ ও ২০১৭ সালে নিম্নমূখী ছিল । হোটেল ক্যাসল সালাম এর ক্ষেত্রে ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ ও ২০১৭ সালে উর্ধ্বমূখী ছিল । হোটেল ভিক্টরী ইন এর ক্ষেত্রে সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা ভিত্তি বছর ২০১৩-১৪ সালের তুলনায় ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ সাল পর্যন্ত উর্ধ্বমূখী ছিল। (সারনী-২দ্রষ্টব্য)।

সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রতিবেদনাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম	২০১৫	২০১৬	২০১৭
১	হোটেল নিরভানা ইন	৬.৮৬	৬.১৯	৫.৯৮
২	হোটেল ক্যাসল সালাম	০.৬৯	১.১৪	১.৪৩
৩	হোটেল ভিক্টরী ইন	০.৫৩	০.৭৬	৫.৫৫

চিত্রে সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা

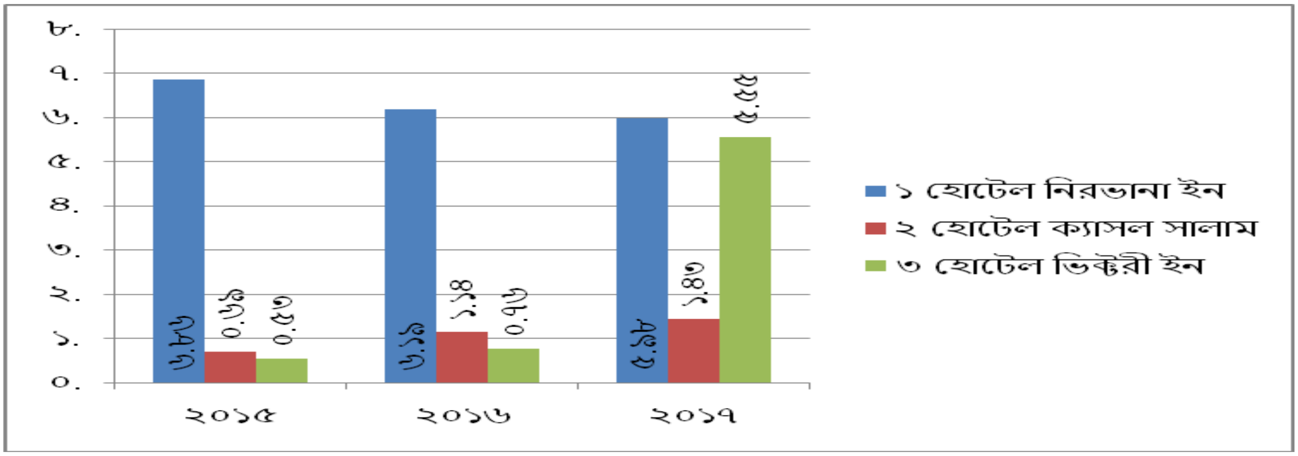

গ) মূলধন উৎপাদনশীলতা এর ক্ষেত্রে ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় হোটেল নিরভানা ইন ২০১৬ সালে ও ২০১৭ সালে উর্ধ্বমূখী ছিল। হোটেল ক্যাসল সালাম এর ক্ষেত্রে মূলধন উৎপাদনশীলতা ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ ও ২০১৭ সালে উর্ধ্বমূখী ছিল । হোটেল ভিক্টরী ইন এর ক্ষেত্রে মূলধন উৎপাদনশীলতা ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ ও ২০১৭ সাল পর্যন্ত উর্ধ্বমূখী ছিল। (সারনী-৩দ্রষ্টব্য)।

মূলধন উৎপাদনশীলতা

ক্রমিকনং	প্রতিবেদনাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম	২০১৫	২০১৬	২০১৭
১	হোটেল নিরভানা ইন	০.১৬	০.১৮	০.২০
২	হোটেল ক্যাসল সালাম	০.৩৫	০.৬৩	০.৯৩
৩	হোটেল ভিক্টরী ইন	০.১৪	০.২১	১.৬৩

চিত্রে মূলধন উৎপাদনশীলতা

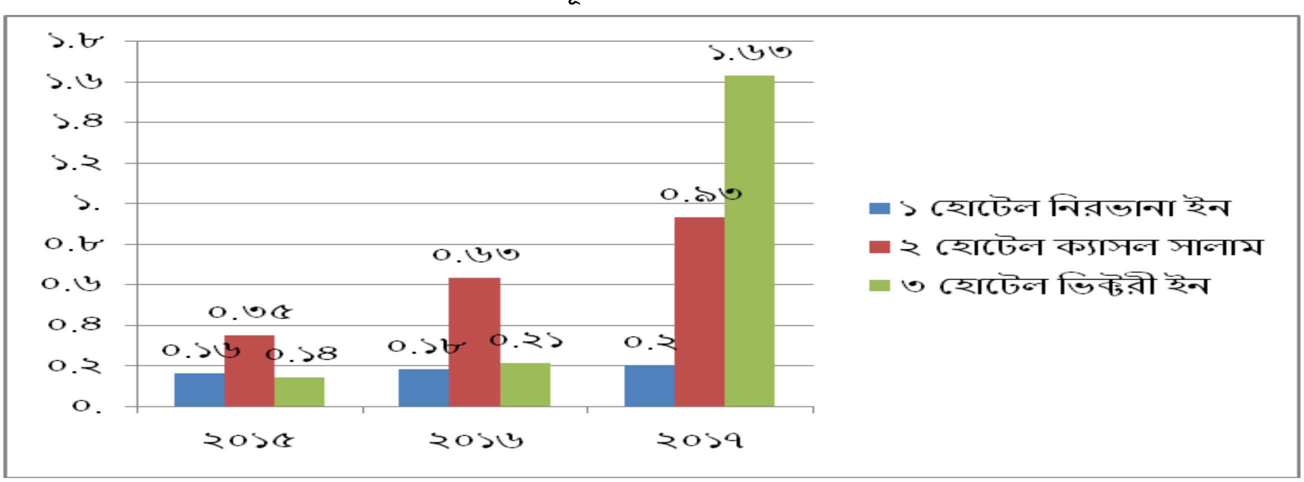

ঘ) হোটেল নিরভানা ইন এর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয় ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ও ২০১৭ সালে নিম্নমূখী ছিল। হোটেল ক্যাসল সালাম এর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয় ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে উর্ধ্বমূখী ছিল এবং ২০১৭ সালে নিম্নমূখী ছিল। হোটেল ভিক্টরী ইন এর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয় ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে নিম্নমুখী ছিল এবং ২০১৭ সালে উর্ধ্বমূখী ছিল। (সারনী-৫দ্রষ্টব্য)।

প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়

ক্রমিক নং	প্রতিবেদনাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম	২০১৫	২০১৬	২০১৭
১	হোটেল নিরভানা ইন	৮.৩১	৩.৪১	৪.১৩
২	হোটেল ক্যাসল সালাম	২.৭৯	৪.০২	২.৫৩
৩	হোটেল ভিক্টরী ইন	০.৫১	০.৬৯	৫.০৭

চিত্রে প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়

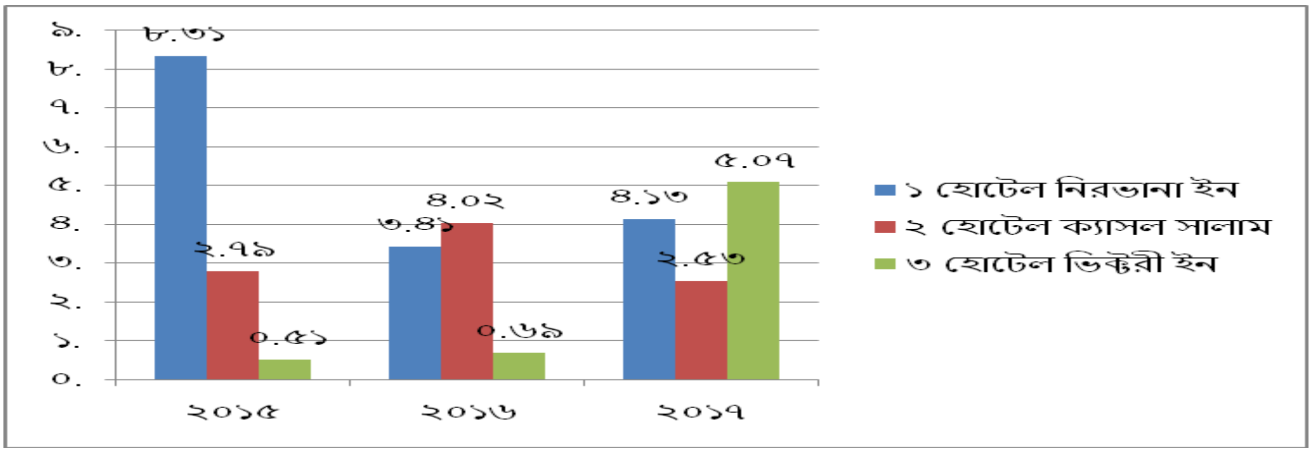

ঙ)   হোটেল নিরভানা ইন এর ক্ষেত্রে প্রফিটিবিলিটি ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে নিম্নমূখী ছিল ও ২০১৭ সালে উর্ধ্বমূখী ছিল। হোটেল ক্যাসল সালাম এর ক্ষেত্রে প্রফিটিবিলিটি ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ ও ২০১৭ সালে উর্ধ্বমূখী ছিল । হোটেল ভিক্টরী ইন এর ক্ষেত্রে প্রফিটিবিলিটি ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে নিম্নমূখী ছিল ও ২০১৭ সালে উর্ধ্বমূখী ছিল। (সারনী-৭দ্রষ্টব্য)।

প্রফিটিবিলিটি

ক্রমিক নং	প্রতিবেদনাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম	২০১৫	২০১৬	২০১৭
১	হোটেল নিরভানা ইন	৯.২২	৭.১৭	৯.৮১
২	হোটেল ক্যাসল সালাম	১২.৮৩	৩৭.৭৫	৪৬.৫৪
৩	হোটেল ভিক্টরী ইন	-২৪.৫০	-২১.২০	১১৯.৫২

চিত্রে প্রফিটিবিলিটি

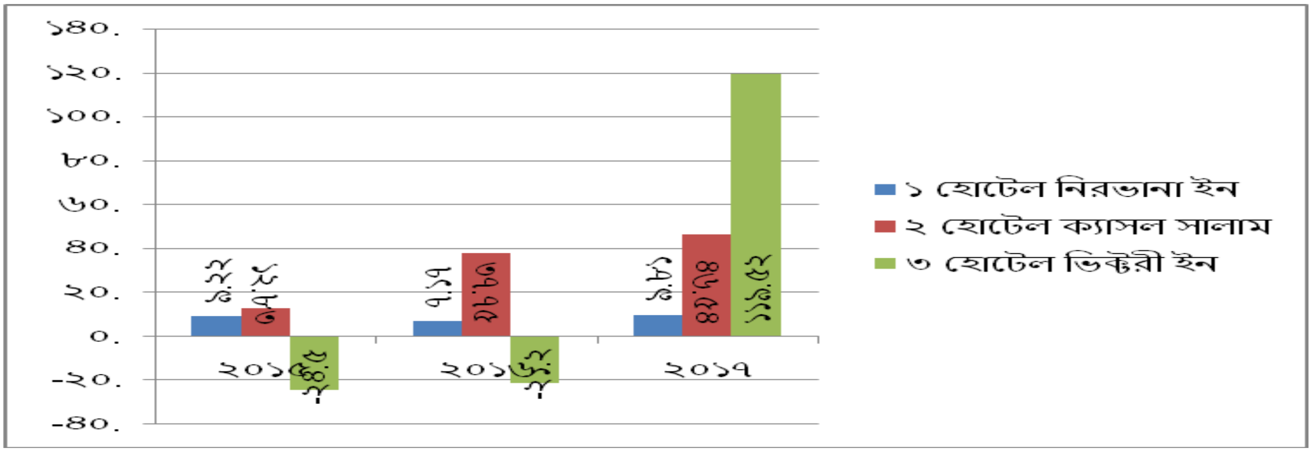

সুপারিশ :

❖ আবাসিক হোটেলের উৎপাদনশীলতা ধারাবাহিকভাবে উর্দ্ধমূখী রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে । এই লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন হতে হবে। একই সাথে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উৎপাদনশীলতার প্রয়োজনীয়তা ও সুফল সম্পর্কে সচেতন করতে হবে এবং উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

❖ ধারাবাহিকভাবে উৎপাদনশীলতা পরিমাপ করে উৎপাদনশীলতার উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ চিহ্নিত করতে হবে এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

❖ সুপরিকল্পিতভাবে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সকল প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কোষ গঠন করতে হবে। এই কোষের কার্যক্রম নিম্নরূপ হতে পারেঃ

➢ মাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে উৎপাদনশীলতা পরিমাপ করা ;

➢ উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে বাধাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;

➢ উৎপাদনশীলতা কর্মসূচি গ্রহণ বা বাস্তবায়নের জন্য মাসিক সভার আয়োজন করা ;

➢ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উৎপাদনশীলতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা ;

➢ প্রতি বছর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস যথাযথভাবে পালন করা এবং এ দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা ;

➢ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারী ও মালিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ;

➢ জনশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং সেবা প্রদান ব্যয় সর্বনিম্ন পর্যায় রাখার চেষ্টা করা ।

তৃতীয় অধ্যায়

হোটেল নিরভানা ইন

হোটেল নিরভানা ইন ২০০৪ সালে স্থাপিত হয় এবং ২০০৬ সালে এর সেবা কার্যক্রম শুরু করে। হোটেলটি রামের দীঘির পাড়, মির্জাজাঙ্গাল, সিলেটে অবস্থিত। হোটেলটির প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ সাল পর্যন্ত মোট ৩০ জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছে এবং স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ ৯০.২১ লক্ষ টাকা। হোটেলটি ২০১৭ সালে ভ্যাট বাবদ ৬.৩৬ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে।

সারণী-১
সংযোজিত মূল্য উপাত্ত

(লক্ষ টাকায়)

নির্নায়ক সমূহ	সাল		
	২০১৫	২০১৬	২০১৭
রুমভাড়া, রেস্তোরা ও অন্যান্য উৎস হতে মোট আয়	১৭৫.১১	১৮০.২৫	১৮৬.৭১
মোট ব্যয়	১০.৫৫	১৩.২৩	৭.৩৫
সংযোজিত মূল্য	১৬৪.৫৬	১৬৭.০২	১৭৯.৩৬

চিত্রে সংযোজিত মূল্য উপাত্ত

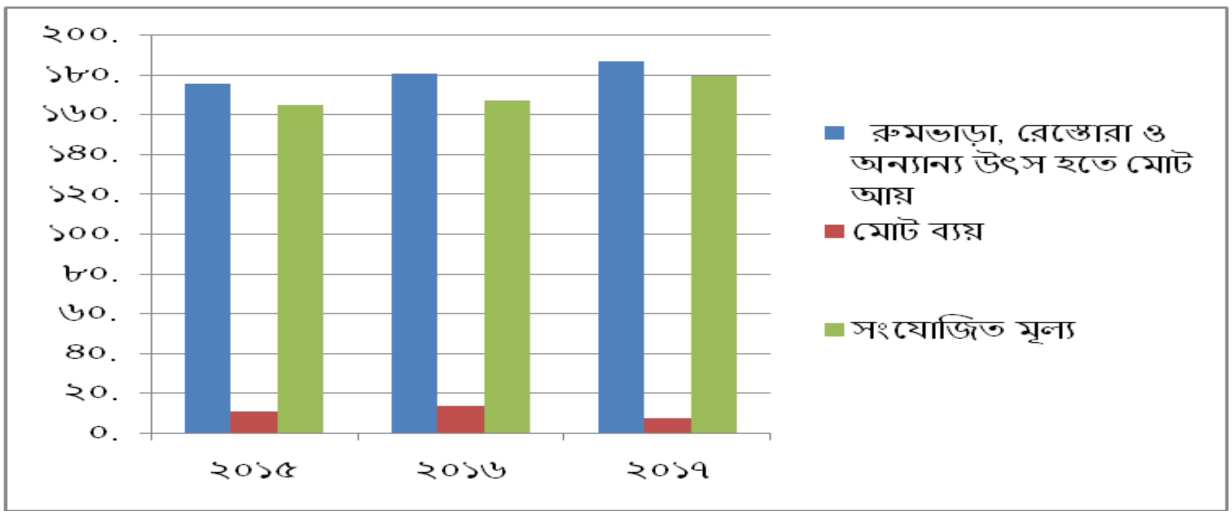

সারণী- ১ হোটেল নিরভানা ইন এর ২০১৫ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সংযোজিত মূল্য নিরুপণ করা হয়েছে। অর্থ বৎসর ২০১৫ সালকে ভিত্তি বৎসর ধরে সমীক্ষাধীন অন্যান্য বছরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সংযোজিত মূল্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ১.৪৯% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১৭ সালে ৮.৯৯% বৃদ্ধি পেয়েছে । উপরোক্ত সারণী থেকে আরও দেখা যায় যে, রুমভাড়া, রেস্তোরা ও অন্যান্য উৎস হতে মোট আয় ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ২.৯৩% এবং ২০১৭ সালে ৬.৬২% বৃদ্ধি পেয়েছে । অপরদিকে **মোট** ব্যয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ২৫.৪০% বৃদ্ধি এবং ২০১৭ সালে ৩০.৩৩% হ্রাস পেয়েছে।

সংযোজিত মূল্য তুলনামূলক কম বৃদ্ধি হওয়ার কারন ও প্রতিকারঃ ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে এবং ২০১৭ সালে আয় তুলনামূলক কম বৃদ্ধি পাওয়ায় সংযোজিত মূল্য কম বৃদ্ধি পেয়েছে। সংযোজিত মূল্য বৃদ্ধি করতে হলে আয় বাড়াতে হবে এবং অন্যান্য খরচ কমাতে হবে।

ফিগার- ১.০

সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা অনুপাত

সংযোজিত মূল্য
মোট জনশক্তি
(সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা)

সংযোজিত মূল্য
মোট আয়
(সংযোজিত মূল্যের মার্জিন)

X

মোট আয়
মোট জনশক্তি
(জনপ্রতি আয়)

নিরুপণঃ

সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা বলতে সংযোজিত মূল্য এবং মোট জনশক্তির অনুপাতকে বুঝায়। এটি উৎপাদনশীলতা পরিমাপের একটি পদ্ধতি। সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা সব সময় সংযোজিত মূল্যের মার্জিন এবং জনপ্রতি আয় দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা ফিগার ১.০ এ এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে সারণী-২ এ দেখানো হয়েছে

সারণী-২

সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা

নির্নায়ক সমূহ	সাল		
	২০১৫	২০১৬	২০১৭
জনশক্তি (সংখ্যা)	২৪	২৭	৩০
সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা (লক্ষ টাকায়)	৬.৮৬	৬.১৯	৫.৯৮
সংযোজিত মূল্য অনুপাত (%)	৯৩.৯৮	৯২.৬৬	৯৬.০৬
জনপ্রতি আয় (লক্ষ টাকায়)	৭.৩০	৬.৬৮	৬.২২

চিত্রে সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা

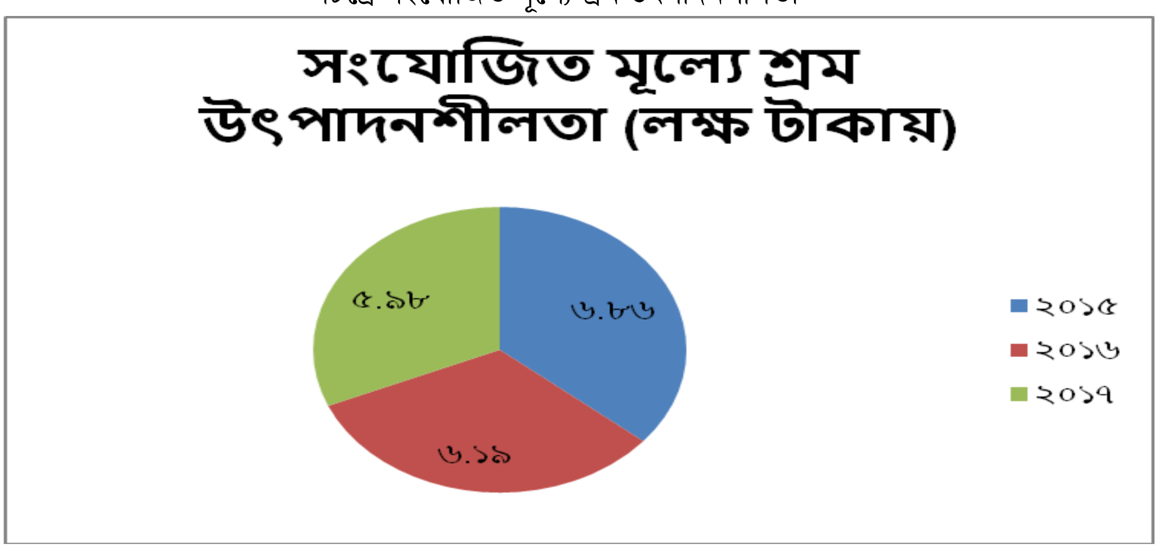

সারণী- ০২ এ হোটেল নিরভানা ইন এর ২০১৫ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা নিরুপণ করা হয়েছে। অর্থ বছর ২০১৫ সালকে ভিত্তি বৎসর ধরে সমীক্ষাধীন অন্যান্য বছরের তথ্য সমূহের তুলনা করা হয়েছে। সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে শ্রম উৎপাদনশীলতা ৯.৭৭% এবং ২০১৭ সালে ১২.৮৩% হ্রাস পেয়েছে। সংযোজিত মূল্য অনুপাতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি ২০১৫ সালের তুলনায় সংযোজিত মূল্য অনুপাত ২০১৬ সালে ১.৩২% হ্রাস পেয়েছে এবং ২০১৭ সালে ২.০৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে জনপ্রতি আয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় জনপ্রতি বিক্রয় ২০১৬ সালে ৮.৪৯% এবং ২০১৭ সালে ১৪.৭৯% হ্রাস পেয়েছে।

সংযোজিত মূল্য শ্রম উৎপাদনশীলতা হ্রাসের কারন ও প্রতিকারঃ

হোটেল নিরভানা ইন এ ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা হ্রাসের অন্যতম কারন হিসেবে চিহ্নিত করা যায় যে, উক্ত বৎসরে নিয়োজিত জনবলের তুলনায় জনপ্রতি সার্ভিস চার্জ ও সংযোজিত মূল্য অনুপাত আনুপাতিক হারে কম ছিল। এ থেকে উত্তোরনের জন্য জনপ্রতি সার্ভিস চার্জ ও সংযোজিত মূল্য অনুপাত বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

ফিগার-১.১

মূলধন উৎপাদনশীলতা

সংযোজিত মূল্য
স্থায়ী মূলধন
(মূলধন উৎপাদনশীলতা)

সংযোজিত মূল্য / মোট জনশক্তি (শ্রম উৎপাদনশীলতা) ÷ স্থায়ী মূলধন / মোট জনশক্তি (মূলধন ঘনত্ব)

নিরুপনঃ মূলধন উৎপাদনশীলতার বলতে সংযোজিত মূল্য এবং স্থায়ী মূলধনের অনুপাতকে বুঝায়। মূলধন উৎপাদনশীলতা সব সময় শ্রম উৎপাদনীলতা এবং মূলধন ঘনত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা ফিগার ১.১ এ এবং মূলধন উৎপাদনশীলতার তথ্য সারণী-৩ এ দেখানো হল।

সারণী-৩

মূলধন উৎপাদনশীলতা

নির্নায়ক সমূহ	সাল		
	২০১৫	২০১৬	২০১৭
স্থায়ী মূলধন (লক্ষ টাকায়)	৯৯৯.৬০	৯৪৯.৬৪	৯০২.১৮
মূলধন উৎপাদনশীলতা	০.১৬	০.১৮	০.২০
সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা (লক্ষ টাকায়)	৬.৮৬	৬.১৯	৫.৯৮
মূলধন ঘনত্ব (লক্ষ টাকায়)	৪১.৬৫	৩৫.১৭	৩০.০৭

সারণী- ৩ এ হোটেল নিরভানা ইন এর ২০১৫ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত মূলধন উৎপাদনশীলতা নিরুপণ করা হয়েছে। অর্থ বছর ২০১৫ সালকে ভিত্তি বৎসর ধরে সমীক্ষাধীন অন্যান্য বছরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মূলধন উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় মূলধন উৎপাদনশীলতা ২০১৬ সালে ১৫.৬৩% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১৭ সালে ২৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। জনপ্রতি মূলধন ঘনত্বের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে , ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ১৫.৩৪% এবং ২০১৭ সালে ২৭.৮০% হ্রাস পেয়েছে । শ্রম উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ৯.৭৭% হ্রাস পেয়েছে এবং ২০১৭ সালে ১২.৮৩% শ্রম উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেয়েছে।

সারণী-৪

মোট আয়ের তুলনায় সংযোজিত মূল্য ও মোট ব্যয়ের শতকরা হার

নির্ণায়ক সমূহ	সাল		
	২০১৫	২০১৬	২০১৭
মোট ব্যয় (%)	৬.০২	৭.৩৪	৩.৯৪
সংযোজিত মূল্য (%)	৯৩.৯৮	৯২.৬৬	৯৬.০৬
মোট আয়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

সারণী-৪ এ হোটেল নিরভানা ইন এর ২০১৫ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত মোট আয়ের তুলনায় সংযোজিত মূল্য ও মোট ব্যয়ের শতকরা হার নিরুপণ করা হয়েছে। ২০১৫ সালকে ভিত্তি বৎসর ধরে সমীক্ষাধীন অন্যান্য বছরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ সারণীর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে সংযোজিত মূল্য ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ১.৩২% হ্রাস পেয়েছে এবং ২০১৭ সালে ২.০৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় মোট ব্যয় ২০১৬ সালে ১.৩২% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১৭ সালে ২.০৮% হ্রাস পেয়েছে।

মোট ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধি ও তার প্রতিকারঃ

হোটেল নিরভানা ইন এ ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে মোট ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট ব্যয় বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হচ্ছে সম্পদের ব্যবহারে অপচয়। এ অপচয় রোধ পূর্বক খরচ হ্রাস করা যেতে পারে। অপরদিকে ব্যয়ে সাশ্রয়ী হতে হবে।

ফিগার-১.২

প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়

সংযোজিত মূল্য
শ্রম ব্যয়
(প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়)

↓

সংযোজিত মূল্য
মোট জনশক্তি
(শ্রম উৎপাদনশীলতা)

÷

শ্রম ব্যয়
মোট জনশক্তি
(কর্মচারী প্রতি শ্রম ব্যয়)

নিরুপণঃ

প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয় বলতে সংযোজিত মূল্য ও শ্রম ব্যয়ের অনুপাতকে বুঝায়। প্রতিষ্ঠানের শ্রম উৎপাদনশীলতা এবং কর্মচারী প্রতি শ্রম ব্যয় ফিগার ১.২ এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে । প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়ের অনুপাত সারণী-৫ এ দেখানো হয়েছে ।

সারণী-৫

প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়

নির্নায়ক সমূহ	সাল		
	২০১৫	২০১৬	২০১৭
মোট শ্রম ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	১৯.৮১	৪৯.০১	৪৩.৩৯
প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়	৮.৩১	৩.৪১	৪.১৩
সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা (লক্ষ টাকায়)	৬.৮৬	৬.১৯	৫.৯৮
জনপ্রতি শ্রমব্যয় (লক্ষ টাকায়)	০.৮৩	১.৮২	১.৪৫

সারণী- ৫ এ হোটেল নিরভানা ইন এর ২০১৫ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয় অনুপাত নিরুপণ করা হয়েছে । এ সারণীর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয় ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ৫৮.৯৬% এবং ২০১৭ সালে ৫০.৩০% হ্রাস পেয়েছে । ২০১৫ সালের তুলনায় সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা ২০১৬ সালে ৯.৭৭% হ্রাস পেয়েছে এবং ২০১৭ সালে ১২.৮৩% হ্রাস পেয়েছে এবং কর্মচারী প্রতি শ্রম ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয় হ্রাসের কারন ও প্রতিকার :

হোটেল নিরভানা ইন এ প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয় হ্রাসের অন্যতম কারন হিসেবে বেতন মজুরীর তুলনায় সংযোজিত মূল্য আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি না পাওয়া। এ থেকে উত্তোরনের জন্য জনবলকে আরো দক্ষতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে যাতে অধিক হারে সংযোজিত মূল্যবৃদ্ধি করা যায়।

সারণী-৬

উৎপাদনশীলতা সহিত সম্পৃক্ত ব্যয়ের তুলনামূলক অনুপাত

নির্ণায়ক সমূহ	সাল		
	২০১৫	২০১৬	২০১৭
জনপ্রতি শ্রম ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	০.৮৩	১.৮২	১.৪৫
প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়	৮.৩১	৩.৪১	৪.১৩
সংযোজিত মূল্যে শ্রম ব্যয়ের শতকরা হার (%)	১২.০৪	২৯.৩৪	২৪.১৯

চিত্রে উৎপাদনশীলতা সহিত সম্পৃক্ত ব্যয়ের তুলনামূলক অনুপাত

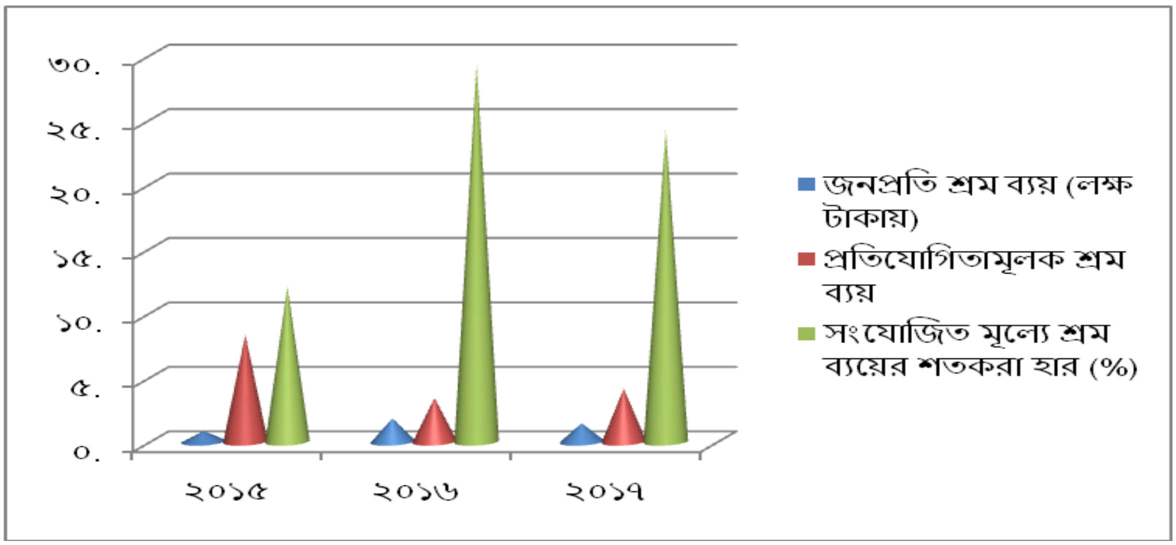

সারণী- ৬ এ হোটেল নিরভানা ইন এর ২০১৫ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত উৎপাদনশীলতা সহিত সম্পৃক্ত ব্যয়ের তুলনামূলক অনুপাত নিরুপণ করা হয়েছে । এ সারণীর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জনপ্রতি শ্রম ব্যয় ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ১১৯.২৮% এবং ২০১৭ সালে ৭৪.৬৯% বৃদ্ধি পেয়েছে । অন্যদিকে সংযোজিত মূল্যে শ্রম ব্যয়ের শতকরা হার ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ১৭.৩% এবং ২০১৭সালে ১২.১৫% বৃদ্ধি পেয়েছে । এ তথ্য বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, সংযোজিত মূল্যে শ্রম ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদনশীলতার সহিত সম্পৃক্ত ব্যয় ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে ।

শ্রম ব্যয় বৃদ্ধির কারন ও প্রতিকারঃ

জনপ্রতি শ্রম ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে যা প্রতিষ্ঠানের জন্য মোটেই ভাল না। এ থেকে উত্তোরনের জন্য ওভারটাইম ব্যয় হ্রাস করতে হবে।

ফিগার-১.৩
প্রফিটিবিলিটি অনুপাত

অপারেটিং প্রফিট
স্থায়ী মূলধন
(প্রফিটিবিলিটি)

অপারেটিং প্রফিট
আয়
(অপারেটিং প্রফিট মার্জিন)

X

আয়
স্থায়ী মূলধন
(মূলধন টার্ণওভার)

নিরুপণঃ

প্রফিটিবিলিটির অনুপাত বলতে অপারেটিং প্রফিট এবং স্থায়ী মূলধনের অনুপাতকে বুঝানো হয়েছে। এ অনুপাত নির্দেশ করে যে, কিভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের প্রফিটিবিলিটি তার মূলধন তৈরীতে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রফিটিবিলিটির অনুপাত মূলধন টার্ণওভার এবং অপারেটিং প্রফিট মার্জিন দ্বারা প্রভাবিত। যা ফিগার ১.৩ এ এবং প্রফিটিবিলিটির অনুপাত সারণী-৭ এ দেখানো হয়েছে।

সারণী-৭
প্রফিটিবিলিটি অনুপাত (প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

নির্নায়ক সমূহ	সাল		
	২০১৫	২০১৬	২০১৭
অবচয় (লক্ষ টাকায়)	৫২.৫৯	৪৯.৯৬	৪৭.৪৬
অপারেটিং প্রফিট (লক্ষ টাকায়)	৯২.১৬	৬৮.০৫	৮৮.৫১
প্রফিটিবিলিটি (%)	৯.২২	৭.১৭	৯.৮১
প্রফিট মার্জিন (%)	৫২.৬৩	৩৭.৭৫	৪৭.৪১
মূলধন টার্নওভার (লক্ষ টাকায়)	০.১৮	০.১৯	০.২১

চিত্রে প্রফিটিবিলিটি অনুপাত

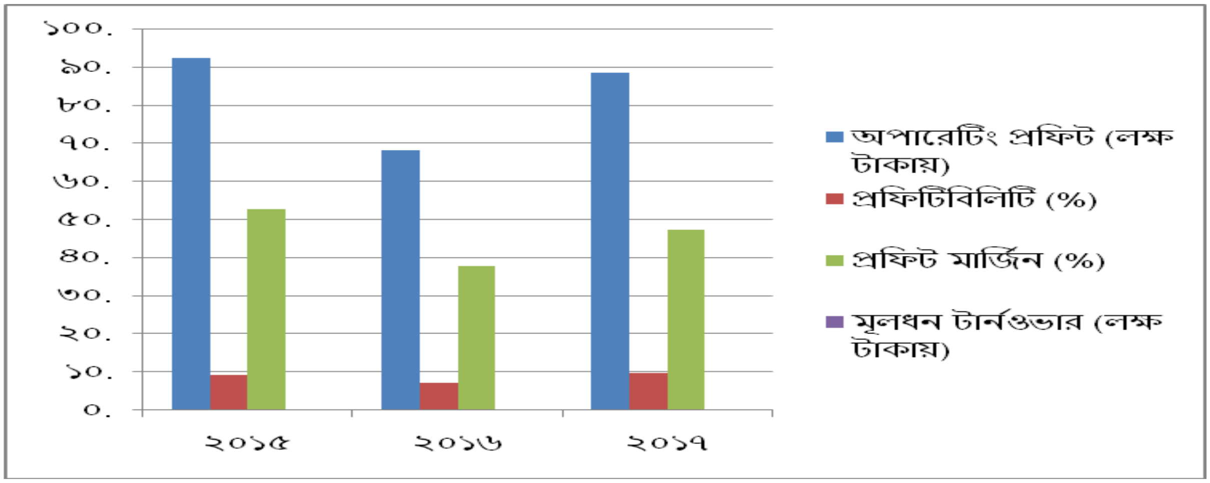

সারণী- ৭ এ হোটেল নিরভানা ইন এর ২০১৫ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রফিটিবিলিটি অনুপাত নিরুপণ করা হয়েছে। এ সারণীর তথ্য সমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রফিটিবিলিটি ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ২.০৫% হ্রাস পেয়েছে এবং ২০১৭সালে ০.৫৯%বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রফিট মার্জিনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ১৪.৮৮% এবং ২০১৭ সালে ৫.২২% হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে মূলধন টার্নওভারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে,ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে উহা ৫.৫৬% এবং ২০১৭ সালে ১৬.৬৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রফিটিবিলিটি হ্রাসের কারন ও প্রতিকার:

হোটেল নিরভানা ইন ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে প্রফিটিবিলিটি হ্রাস পাওয়ায় অন্যতম কারন হিসেবে দেখা যায় যে, উক্ত বৎসরে স্থায়ী মূলধন আনুপাতিক হারে কম ছিল। প্রতিষ্ঠানটিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করতে হলে মূলধন টার্নওভার বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

১৫

হোটেল ক্যাসল সালাম

হোটেল ক্যাসল সালাম জি-৮ কে ডি এ এভিনিউ, খুলনাতে অবস্থিত। হোটেলটি ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতিষ্ঠার বছরই এর কার্যক্রম শুরু করে। হোটেলটির প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ সাল পর্যন্ত ১৪৮ জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছে এবং স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ ২২৭.৮১ লক্ষ টাকা। হোটেলটি ২০১৭ সালে ভ্যাট বাবদ ৩৭.০৯ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে।

হোটেল ক্যাসল সালাম এ “উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল” শীর্ষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন এর পরিচালক জনাব এস.এম.আশরাফুজ্জামান (যুগ্ম সচিব) এবং সভাপতিত্ব করেন হোটেল ক্যাসল সালাম এর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক জনাব মাসুদ পারভেজ।

সারণী-১

সংযোজিত মূল্য উপাত্ত

লক্ষ টাকায়

নির্ণায়ক সমূহ	সাল		
	২০১৫	২০১৬	২০১৭
রুমভাড়া, রেস্তোরা ও অন্যান্য উৎস হতে মোট আয়	১৩৬.৬৪	১৯৬.১৯	২৮৯.৪৬
মোট ব্যয়	৫৯.৬১	৬৯.০৩	৭৭.১২
সংযোজিত মূল্য	৭৭.০৩	১২৭.১৬	২১২.৩৪

চিত্রে সংযোজিত মূল্য উপাত্ত

সারণী-১ এ হোটেল ক্যাসল সালাম এর ২০১৫ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সংযোজিত মূল্য নিরুপণ করা হয়েছে । অর্থ বৎসর ২০১৫ সালকে ভিত্তি বৎসর ধরে সমীক্ষাধীন অন্যান্য বছরের সাথে তুলনা করা হয়েছে । সংযোজিত মূল্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ৬৫.০৮% এবং ২০১৭সালে ১৭৫.৬৬% বৃদ্ধি পেয়েছে । উপরোক্ত সারণী থেকে আরও দেখা যায় যে, রুমভাড়া, রেস্তোরা ও অন্যান্য উৎস হতে মোট আয়ের ক্ষেত্রে ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ৪৩.৫৮% এবং ২০১৭ সালে ১১১.৮৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে মোট ব্যয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ১৫.৮০% এবং ২০১৭ সালে ২৯.৩৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফিগার-১.০

সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা অনুপাত

সংযোজিত মূল্য / মোট জনশক্তি
(সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা)

সংযোজিত মূল্য / মোট আয়
(সংযোজিত মূল্যের মার্জিন)

X

মোট আয় / মোট জনশক্তি
(জনপ্রতি আয়)

নিরুপণঃ

সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা বলতে সংযোজিত মূল্য এবং মোট জনশক্তির অনুপাতকে বুঝায়। এটি উৎপাদনশীলতা পরিমাপের একটি পদ্ধতি। সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা সব সময় সংযোজিত মূল্যের মার্জিন এবং জনপ্রতি বিক্রয় দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা ফিগার ১.০ এ এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে সারণী-২ এ দেখানো হয়েছে ।

সারণী-২

সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা

নির্ণায়ক সমূহ	সাল		
	২০১৫	২০১৬	২০১৭
জনশক্তি (সংখ্যা)	১১২	১১২	১৪৮
সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা (লক্ষ টাকায়)	০.৬৯	১.৪৪	১.৪৩
সংযোজিত মূল্য অনুপাত (%)	৫৬.৩৭	৬৪.৮১	৭৩.৩৬
জনপ্রতি আয় (লক্ষ টাকায়)	১.২২	১.৭৫	১.৯৬

চিত্রে সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা

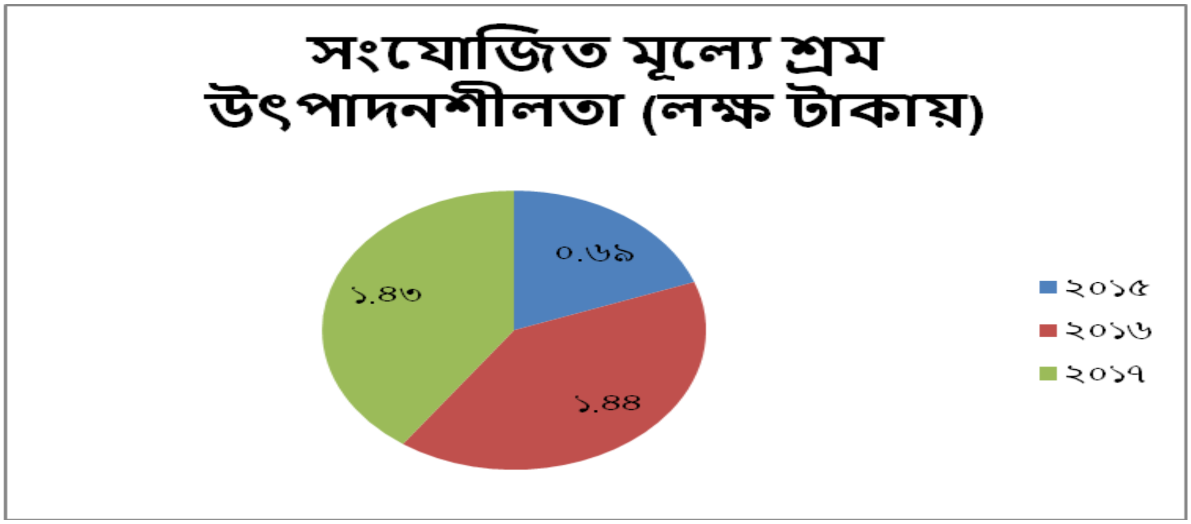

সারণী- ০২ এ হোটেল ক্যাসল সালাম এর ২০১৫ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা নিরুপণ করা হয়েছে। অর্থ বছর ২০১৫ সালকে ভিত্তি বৎসর ধরে সমীক্ষাধীন অন্যান্য বছরের তথ্য সমূহের তুলনা করা হয়েছে। শ্রম উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে শ্রম উৎপাদনশীলতা ১০৮.৬৯% এবং ২০১৭ সালে ১০৭.২৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। সংযোজিত মূল্য অনুপাতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি ২০১৫ সালের তুলনায় সংযোজিত মূল্য অনুপাত ২০১৬ সালে ৮.৪৪% এবং ২০১৭ সালে উহা ১৬.৯৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে জনপ্রতি আয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় জনপ্রতি বিক্রয় ২০১৬ সালে ৪৩.৪৪% এবং ২০১৭ সালে ৬০.৬৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফিগার-১.১
মূলধন উৎপাদনশীলতা

সংযোজিত মূল্য
স্থায়ী মূলধন
(মূলধন উৎপাদনশীলতা)

সংযোজিত মূল্য / মোট জনশক্তি (শ্রম উৎপাদনশীলতা) ÷ স্থায়ী মূলধন / মোট জনশক্তি (মূলধন ঘনত্ব)

নিরুপণঃ

মূলধন উৎপাদনশীলতার বলতে সংযোজিত মূল্য এবং স্থায়ী মূলধনের অনুপাতকে বুঝায়। মূলধন উৎপাদনশীলতা সব সময় শ্রম উৎপাদনীলতা এবং মূলধন ঘনত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা ফিগার ১.১ এ এবং মূলধন উৎপাদনশীলতার তথ্য সারণী-৩ এ দেখানো হল।

সারণী-৩

মূলধন উৎপাদনশীলতা

নির্ণায়ক সমূহ	সাল		
	২০১৫	২০১৬	২০১৭
স্থায়ী মূলধন (লক্ষ টাকায়)	২২১.১৪	২০১.৮৪	২২৭.৮১
মূলধন উৎপাদনশীলতা	০.৩৫	০.৬৩	০.৯৩
সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা (লক্ষ টাকায়)	০.৬৯	১.১৪	১.৪৩
মূলধন ঘনত্ব (লক্ষ টাকায়)	১.৯৭	১.৮০	১.৫৪

সারণী- ০৩ এ হোটেল ক্যাসল সালাম এর ২০১৫ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত মূলধন উৎপাদনশীলতা নিরুপণ করা হয়েছে। অর্থ বছর ২০১৫ সালকে ভিত্তি বৎসর ধরে সমীক্ষাধীন অন্যান্য বছরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মূলধন উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় মূলধন উৎপাদনশীলতা ২০১৬ সালে ৮০% এবং ২০১৭ সালে ১৬৫.৭১% বৃদ্ধি পেয়েছে। জনপ্রতি মূলধন ঘনত্বের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে , ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ৮.৬৩%এবং ২০১৭ সালে ২১.৮৩% হ্রাস পেয়েছে। সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ৬৫.২২% এবং ২০১৭ সালে ১০৭.২৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

মূলধন ঘনত্ব হ্রাস-বৃদ্ধির কারন ও প্রতিকারঃ

হোটেল ক্যাসল সালাম এর মূলধন এর যথাযথ ব্যবহার না হওয়ার ফলে মূলধন ঘনত্ব আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়নি । এ থেকে উত্তোরনের জন্য মূলধনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সারণী-৪

মোট আয়ের তুলনায় সংযোজিত মূল্য, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য জ্বালানি ব্যয় এবং মোট ব্যয় শতকরা হার

নির্ণায়ক সমূহ	সাল		
	২০১৫	২০১৬	২০১৭
বিদ্যুৎ ও অন্যান্য জ্বালানি ব্যয় (%)	৩৮.৭২	২৯.৩৫	২১.৪০
মোট ব্যয় (%)	৪৩.৬৩	৩৫.১৯	২৬.৬৪
সংযোজিত মূল্য (%)	৫৬.৩৭	৬৪.৮১	৭৩.৩৬
মোট আয়	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

সারণী-৪ এ হোটেল ক্যাসল সালাম এর ২০১৫ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত মোট আয়ের তুলনায় সংযোজিত মূল্য, কাচাঁমাল ও অন্যান্য খরচের শতকরা হার নিরুপণ করা হয়েছে। অর্থ বছর ২০১৫ সালকে ভিত্তি বৎসর ধরে সমীক্ষাধীন অন্যান্য বছরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ সারণীর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে সংযোজিত মূল্য ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ৮.৪৪ % এবং ২০১৭ সালে ১৬.৯৯ % বৃদ্ধি পেয়েছে। ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় মোট ব্যয় ২০১৬ সালে ৮.৪৪ % এবং ২০১৭ সালে ১৬.৯৯% হ্রাস পেয়েছে।

ফিগার-১.২

প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়

সংযোজিত মূল্য / শ্রম ব্যয়

(প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়)

↓

সংযোজিত মূল্য / মোট জনশক্তি (শ্রম উৎপাদনশীলতা) ÷ শ্রম ব্যয় / মোট জনশক্তি (কর্মচারী প্রতি শ্রম ব্যয়)

নিরুপণঃ

প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয় বলতে সংযোজিত মূল্য ও শ্রম ব্যয়ের অনুপাতকে বুঝায়। প্রতিষ্ঠানের শ্রম উৎপাদনশীলতা এবং কর্মচারী প্রতি শ্রম ব্যয় ফিগার ১.২ এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়ের অনুপাত সারণী-৫ এ দেখানো হয়েছে।

সারণী-৫

প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়

নির্ণায়ক সমূহ	সাল		
	২০১৫	২০১৬	২০১৭
মোট শ্রম ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২৭.৫৬	৩১.৬৬	৮৪.০০
প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়	২.৭৯	৪.০২	২.৫৩
সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা (লক্ষ টাকায়)	০.৬৯	১.১৪	১.৪৩
কর্মচারী প্রতি শ্রমব্যয় (লক্ষ টাকায়)	০.২৫	০.২৮	০.৫৭

সারণী- ৫ এ হোটেল ক্যাসল সালাম এর ২০১৫ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয় অনুপাত নিরুপণ করা হয়েছে। এ সারণীর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয় ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ৪৪.০৯% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১৭ সালে ৯.৩২% হ্রাস পেয়েছে। সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ৬৫.২২% এবং ২০১৭ সালে ১০৭.২৫% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কর্মচারী প্রতি শ্রম ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ।

প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধির কারন ও প্রতিকার : হোটেল ক্যাসল সালাম এ প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয় হ্রাসের অন্যতম কারন হিসেবে বেতন মজুরীর তুলনায় সংযোজিত মূল্য আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি না পাওয়া। এ থেকে উত্তোরনের জন্য জনবলকে আরো দক্ষতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে যাতে অধিক হারে সংযোজিত মূল্যবৃদ্ধি করা যায়।

সারণী-৬

উৎপাদনশীলতা সহিত সম্পৃক্ত ব্যয়ের তুলনামূলক অনুপাত

নির্নায়ক সমূহ	সাল		
	২০১৫	২০১৬	২০১৭
জনপ্রতি শ্রম ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	০.২৫	০.২৮	০.৫৭
প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়	২.৭৯	৪.০২	২.৫৩
সংযোজিত মূল্যে শ্রম ব্যয়ের শতকরা হার (%)	৩৫.৭৮	২৪.৯০	৩৯.৫৬

চিত্রে উৎপাদনশীলতা সহিত সম্পৃক্ত ব্যয়ের তুলনামূলক অনুপাত

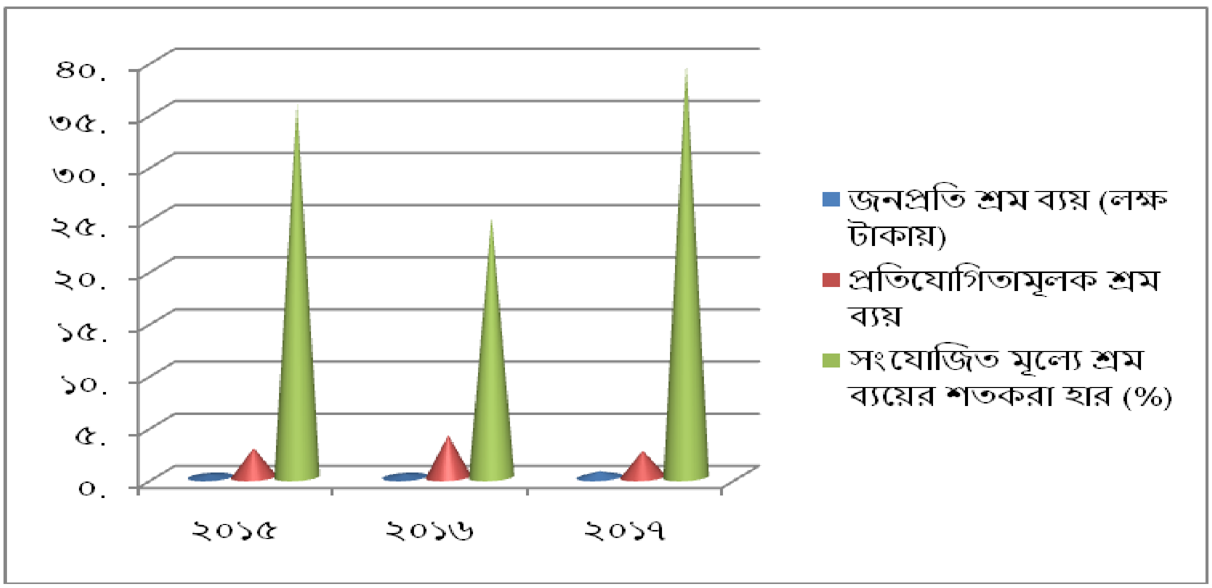

সারণী- ৬ এ হোটেল ক্যাসল সালাম এর ২০১৫ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত উৎপাদনশীলতা সহিত সম্পৃক্ত ব্যয়ের তুলনামূলক অনুপাত নিরুপণ করা হয়েছে। এ সারণীর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জনপ্রতি শ্রম ব্যয় ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে জনপ্রতি শ্রম ব্যয় ১২% এবং ২০১৭ সালে ১২৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে সংযোজিত মূল্যে শ্রম ব্যয়ের শতকরা হার ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ১০.৮৮% হ্রাস পেয়েছে এবং ২০১৭ সালে ৩.৭৮ % বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয় ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ৪৪.০৮% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১৭ সালে ৯.৩২% বৃদ্ধি পেয়েছে। এ তথ্য বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, সংযোজিত মূল্যে শ্রম ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদনশীলতার সহিত সম্পৃক্ত ব্যয় ক্রমাগত হারে হ্রাস পেয়েছে।

প্রতিযোগিতামূলকশ্রম ব্যয় বৃদ্ধির কারন ও প্রতিকার: জনপ্রতি শ্রম ব্যয় অতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যা প্রতিষ্ঠানের জন্য মোটেই ভাল না। এ থেকে উত্তোরনের জন্য ওভারটাইম ব্যয় হ্রাস করতে হবে।

ফিগার-১.৩
প্রফিটিবিলিটি অনুপাত

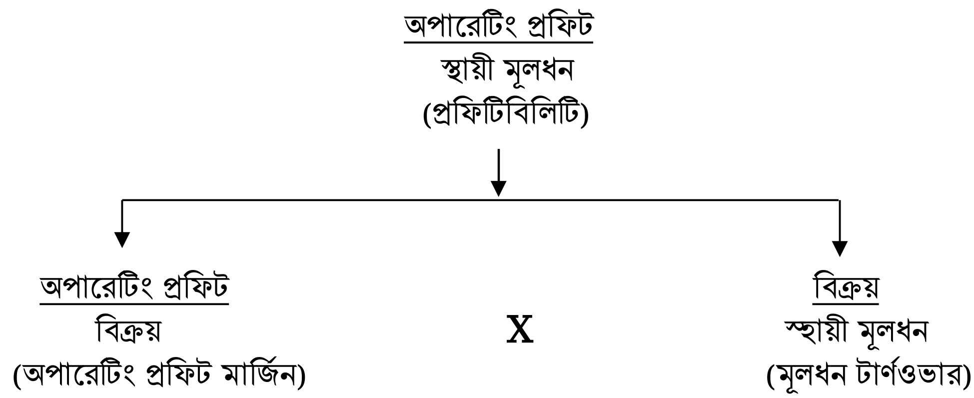

নিরুপণঃ

প্রফিটিবিলিটির অনুপাত বলতে অপারেটিং প্রফিট এবং স্থায়ী মূলধনের অনুপাতকে বুঝানো হয়েছে । এ অনুপাত নির্দেশ করে যে, কিভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের প্রফিটিবিলিটি তার মূলধন তৈরীতে ব্যবহৃত হচ্ছে । প্রফিটিবিলিটির অনুপাত মূলধন টার্ণওভার এবং অপারেটিং প্রফিট মার্জিন দ্বারা প্রভাবিত । যা ফিগার ১.৩ এ এবং প্রফিটিবিলিটির অনুপাত সারণী-৭ এ দেখানো হয়েছে ।

সারণী - ৭
প্রফিটিবিলিটি অনুপাত (প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

নির্নায়ক সমূহ	সাল		
	২০১৫	২০১৬	২০১৭
অবচয় (লক্ষ টাকায়)	২১.০৯	১৯.৩০	২২.৩১
অপারেটিং প্রফিট (লক্ষ টাকায়)	২৮.৩৮	৭৬.২০	১০৬.০৩
প্রফিটিবিলিটি (%)	১২.৮৩	৩৭.৭৫	৪৬.৫৪
প্রফিট মার্জিন (%)	২০.৭৭	৩৮.৮৪	৩৬.৬৩
মূলধন টার্ণওভার (লক্ষ টাকায়)	০.৬২	০.৯৭	১.২৭

চিত্রে প্রফিটিবিলিটি অনুপাত

সারণী- ৭ এ এ হোটেল ক্যাসল সালাম এর ২০১৫ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রফিটিবিলিটি অনুপাত নিরুপণ করা হয়েছে। এ সারণীর তথ্য সমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রফিটিবিলিটি ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬সালে ২৪.৯২%এবং ২০১৭ সালে ৩৩.৭১% বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রফিট মার্জিনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ১৮.০৭% এবং ২০১৭ সালে উহা ১৫.৮৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে মূলধন টার্নওভারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে,ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় মূলধন টার্নওভার ২০১৬ সালে উহা ৫৬.৪৫% এবং ২০১৭ সালে ১০৪.৮৪% বৃদ্ধি পেয়েছে।

হোটেল ভিক্টরী ইন

এ হোটেলটি ২০০২ সালে স্থাপিত হয় এবং ২০০৬ সালে এর সেবা কার্যক্রম শুরু করে। হোটেলটি ভি,আই,পি, রোড, নয়াপল্টন, ঢাকাতে অবস্থিত। হোটেলটির প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ সাল পর্যন্ত মোট ৯৪ জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছে এবং স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ ৩১৯ লক্ষ টাকা। হোটেলটি ২০১৭ সালে ভ্যাট বাবদ ৩৩.৫৪ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে।

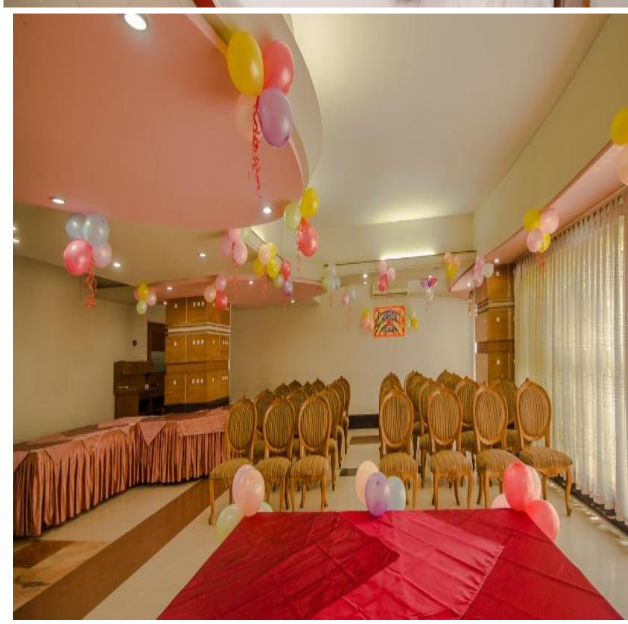

সারণী - ১

সংযোজিত মূল্য উপাত্ত

লক্ষ টাকায়

নির্নায়ক সমূহ	সাল		
	২০১৫	২০১৬	২০১৭
রুমভাড়া, রেস্তোরা ও অন্যান্য উৎস হতে মোট আয়	১৪৫.৩৮	১৭৫.৩৩	৬০৪.৮৮
মোট ব্যয়	৯৩.৭৪	১০১.২১	৮৩.৩৫
সংযোজিত মূল্য	৫১.৬৪	৭৪.১২	৫২১.৫৩

চিত্রে সংযোজিত মূল্য উপাত্ত

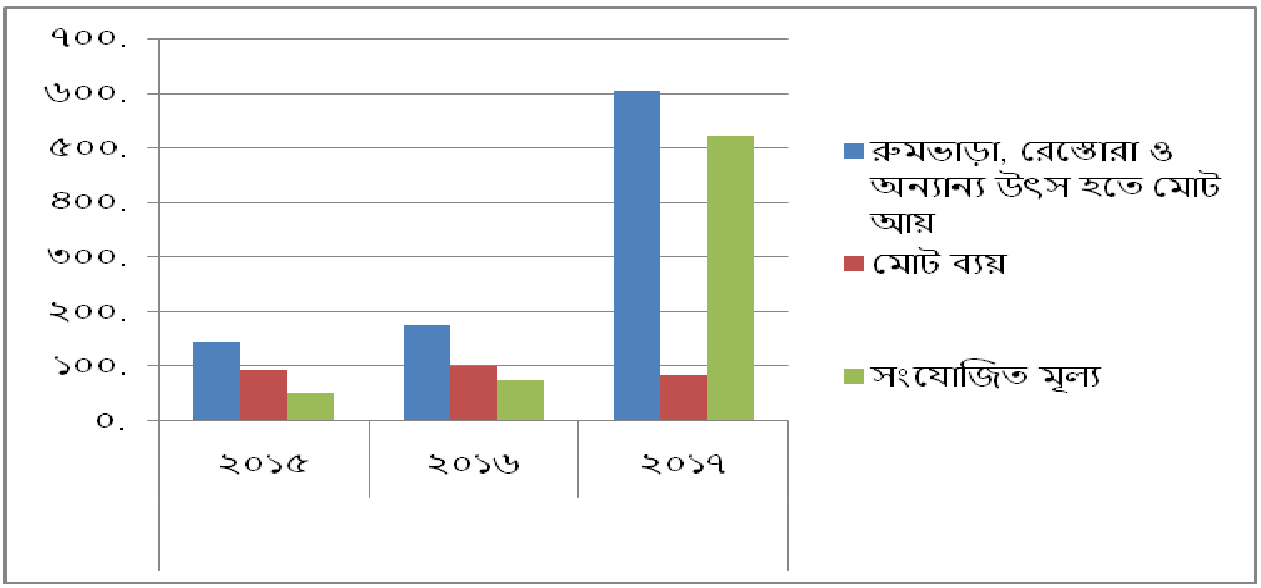

সারণী - ১ এ হোটেল ভিক্টরী ইন এর ২০১৫ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সংযোজিত মূল্য নিরুপণ করা হয়েছে । অর্থ বৎসর ২০১৫ সালকে ভিত্তি বৎসর ধরে সমীক্ষাধীন অন্যান্য বছরের সাথে তুলনা করা হয়েছে । সংযোজিত মূল্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ৪৩.৫৩% এবং ২০১৭ সালে ৯০৯.৯৩% বৃদ্ধি পেয়েছে । উপরোক্ত সারণী থেকে আরও দেখা যায় যে, রুমভাড়া, রেস্তোরা ও অন্যান্য উৎস হতে মোট আয়ের ক্ষেত্রে ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ২০.৬০% এবং ২০১৭ সালে ৩১৬.০৭% বৃদ্ধি পেয়েছে । অপরদিকে মোট ব্যয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ৭.৯৬% বৃদ্ধি এবং ২০১৭ সালে ১১.০৮% হ্রাস পেয়েছে।

ফিগার-১.০

সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা

$$\frac{\text{সংযোজিত মূল্য}}{\text{মোট জনশক্তি}}$$

(সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা)

$$\frac{\text{সংযোজিত মূল্য}}{\text{মোট আয়}} \quad X \quad \frac{\text{মোট আয়}}{\text{মোট জনশক্তি}}$$

(সংযোজিত মূল্যের মার্জিন) (জনপ্রতি আয়)

নিরুপণঃ

সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা বলতে সংযোজিত মূল্য এবং মোট জনশক্তির অনুপাতকে বুঝায়। এটি উৎপাদনশীলতা পরিমাপের একটি পদ্ধতি। সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা সব সময় সংযোজিত মূল্যের মার্জিন এবং জনপ্রতি বিক্রয় দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা ফিগার ১.০ এ এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে সারণী-২ এ দেখানো হয়েছে।

সারণী - ২

সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা

নির্নায়ক সমূহ	সাল		
	২০১৫	২০১৬	২০১৭
জনশক্তি (সংখ্যা)	৯৭	৯৭	৯৪
সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা (লক্ষ টাকায়)	০.৫৩	০.৭৬	৫.৫৫
সংযোজিত মূল্য অনুপাত (%)	৩৫.৫২	৪২.২৭	৮৬.২২
জনপ্রতি আয় (লক্ষ টাকায়)	১.৫০	১.৮১	৬.৪৩

চিত্রে সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা

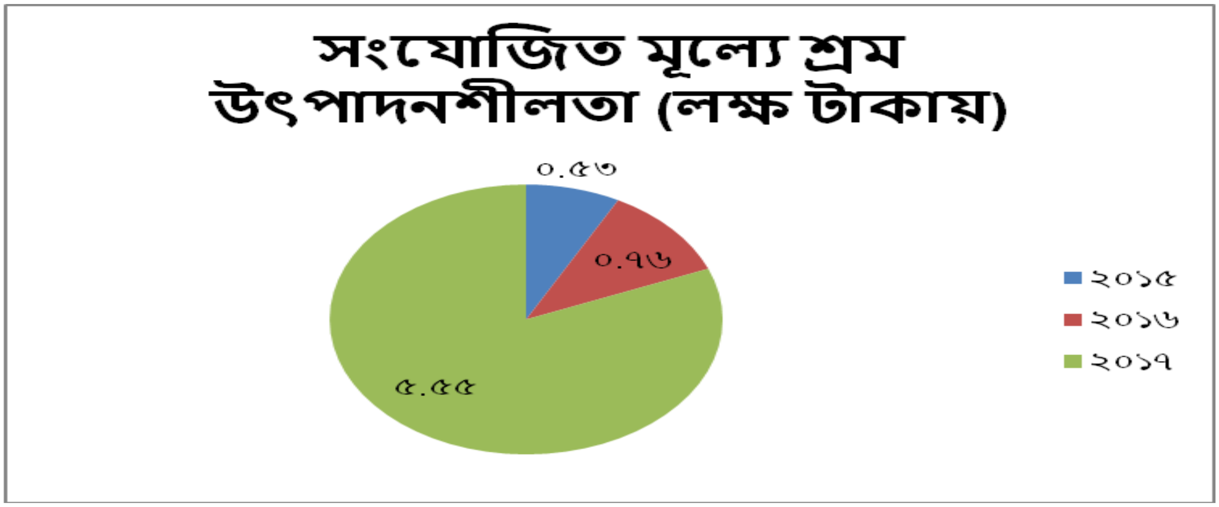

সারণী- ০২ এ হোটেল ভিক্টরী ইন এর ২০১৫ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা নিরুপণ করা হয়েছে। অর্থ বছর ২০১৫ সালকে ভিত্তি বৎসর ধরে সমীক্ষাধীন অন্যান্য বছরের তথ্য সমূহের তুলনা করা হয়েছে। সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি বছর ২০১৫সালের তুলনায় ২০১৬ সালে শ্রম উৎপাদনশীলতা ৪৩.৪০% এবং ২০১৭ সালে ৯৪৭.১৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। সংযোজিত মূল্য অনুপাতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় সংযোজিত মূল্য অনুপাত ২০১৬ সালে ৬.৭৫% এবং ২০১৭ সালে উহা ৫০.৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে জনপ্রতি আয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় জনপ্রতি বিক্রয় ২০১৬ সালে ২০.৬৭% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১৭ সালে ৩২৮.৬৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফিগার-১.১
মূলধন উৎপাদনশীলতা

সংযোজিত মূল্য
স্থায়ী মূলধন
(মূলধন উৎপাদনশীলতা)

↓

সংযোজিত মূল্য / মোট জনশক্তি (শ্রম উৎপাদনশীলতা) ÷ স্থায়ী মূলধন / মোট জনশক্তি (মূলধন ঘনত্ব)

নিরুপণঃ

মূলধন উৎপাদনশীলতার বলতে সংযোজিত মূল্য এবং স্থায়ী মূলধনের অনুপাতকে বুঝায়। মূলধন উৎপাদনশীলতা সব সময় শ্রম উৎপাদনীলতা এবং মূলধন ঘনত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা ফিগার ১.১ এ এবং মূলধন উৎপাদনশীলতার তথ্য সারণী-৩ এ দেখানো হল।

সারণী- ৩

মূলধন উৎপাদনশীলতা

নির্নায়ক সমূহ	সাল		
	২০১৫	২০১৬	২০১৭
স্থায়ী মূলধন (লক্ষ টাকায়)	৩৭৬.৭১	৩৫৬.৪০	৩১৯.০০
মূলধন উৎপাদনশীলতা	০.১৪	০.২১	১.৬৩
সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা (লক্ষ টাকায়)	০.৫৩	০.৭৬	৫.৫৫
মূলধন ঘনত্ব (লক্ষ টাকায়)	৩.৮৮	৩.৬৭	৩.৩৯

সারণী- ৩ এ হোটেল ভিক্টরী ইন এর ২০১৫ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত মূলধন উৎপাদনশীলতা নিরুপণ করা হয়েছে। অর্থ বছর ২০১৫ সালকে ভিত্তি বৎসর ধরে সমীক্ষাধীন অন্যান্য বছরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মূলধন উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় মূলধন উৎপাদনশীলতা ২০১৬ সালে ৫০.০০% এবং ২০১৭ সালে ১০৬৪.২৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। জনপ্রতি মূলধন ঘনত্বের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ৫.৪১% এবং ২০১৭ সালে ১২.৬৩% হ্রাস পেয়েছে। শ্রম উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ৪৩.৪০ এবং ২০১৭ সালে ৯৪৭.১৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সারনীর তথ্য সমূহের সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মূলধন ঘনত্বের যথাযথ ব্যবহার না হওয়ার ফলে মূলধন উৎপাদনশীলতা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়নি।

সারণী - ৪

মোট আয়ের তুলনায় সংযোজিত মূল্য, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য জ্বালানি ব্যয় এবং অন্যান্য খরচের শতকরা হার

নির্নায়ক সমূহ	সাল		
	২০১৫	২০১৬	২০১৭
বিদ্যুৎ ও অন্যান্য জ্বালানি ব্যয় (%)	৩৭.৩২	৩৪.০৭	৯.৫৬
মোট ব্যয় (%)	৬৪.৪৮	৫৭.৭৩	১৩.৭৮
সংযোজিত মূল্য (%)	৩৫.৫২	৪২.২৭	৮৬.২২
মোট আয়	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

সারণী-৪ এ হোটেল ভিক্টরী ইন এর ২০১৫ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত মোট আয়ের তুলনায় সংযোজিত মূল্য, কাচাঁমাল ও অন্যান্য খরচের শতকরা হার নিরুপণ করা হয়েছে। অর্থ বছর ২০১৩-১৪ সালকে ভিত্তি বৎসর ধরে সমীক্ষাধীন অন্যান্য বছরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ সারণীর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে সংযোজিত মূল্য ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ৬.৭৫% এবং ২০১৭ সালে ৫০.৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় মোট ব্যয় ২০১৬ সালে ৬.৭৫% এবং ২০১৭ সালে ৫০.৭% হ্রাস পেয়েছে।

সংযোজিত মূল্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে অপ্রয়োজনীয় খরচ এবং কাচাঁমাল ও জ্বালানি ব্যয়ের অপচয় রোধ করা দরকার।

ফিগার-১.২
প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়

সংযোজিত মূল্য
শ্রম ব্যয়
(প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়)

সংযোজিত মূল্য
মোট জনশক্তি
(শ্রম উৎপাদনশীলতা)

÷

শ্রম ব্যয়
মোট জনশক্তি
(কর্মচারী প্রতি শ্রম ব্যয়)

নিরুপণঃ

প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয় বলতে সংযোজিত মূল্য ও শ্রম ব্যয়ের অনুপাতকে বুঝায়। প্রতিষ্ঠানের শ্রম উৎপাদনশীলতা এবং কর্মচারী প্রতি শ্রম ব্যয় ফিগার ১.২ এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে । প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়ের অনুপাত সারণী-৫ এ দেখানো হয়েছে ।

সারণী - ৫
প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়

নির্নায়ক সমূহ	সাল		
	২০১৫	২০১৬	২০১৭
মোট শ্রম ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	১০১.৩৮	১০৭.৭৪	১০২.৮৬
প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়	০.৫১	০.৬৯	৫.০৭
সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা (লক্ষ টাকায়)	০.৫৩	০.৭৬	৫.৫৫
কর্মচারী প্রতি শ্রমব্যয় (লক্ষ টাকায়)	১.০৫	১.১১	১.০৯

সারণী- ৫ এ হোটেল ভিক্টরী ইন এর ২০১৫ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয় অনুপাত নিরুপণ করা হয়েছে । এ সারণীর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয় ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ৩৫.২৯% এবং ২০১৭ সালে ৮৯৪.১২% বৃদ্ধি পেয়েছে। সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ৪৩.৪০% এবং ২০১৭ সালে ৯৪৭.১৭% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কর্মচারী প্রতি শ্রম ব্যয় ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ৫.৭১% এবং ২০১৭ সালে ৩.৮১% বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী - ৬

উৎপাদনশীলতা সহিত সম্পৃক্ত ব্যয়ের তুলনামূলক অনুপাত

নির্নায়ক সমূহ	সাল		
	২০১৫	২০১৬	২০১৭
জনপ্রতি শ্রম ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	১.০৫	১.১১	১.০৯
প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয়	০.৫১	০.৬৯	৫.০৭
সংযোজিত মূল্যে শ্রম ব্যয়ের শতকরা হার (%)	১৯৬.৩২	১৪৫.৩৬	১৯.৭২

চিত্রে উৎপাদনশীলতা সহিত সম্পৃক্ত ব্যয়ের তুলনামূলক অনুপাত

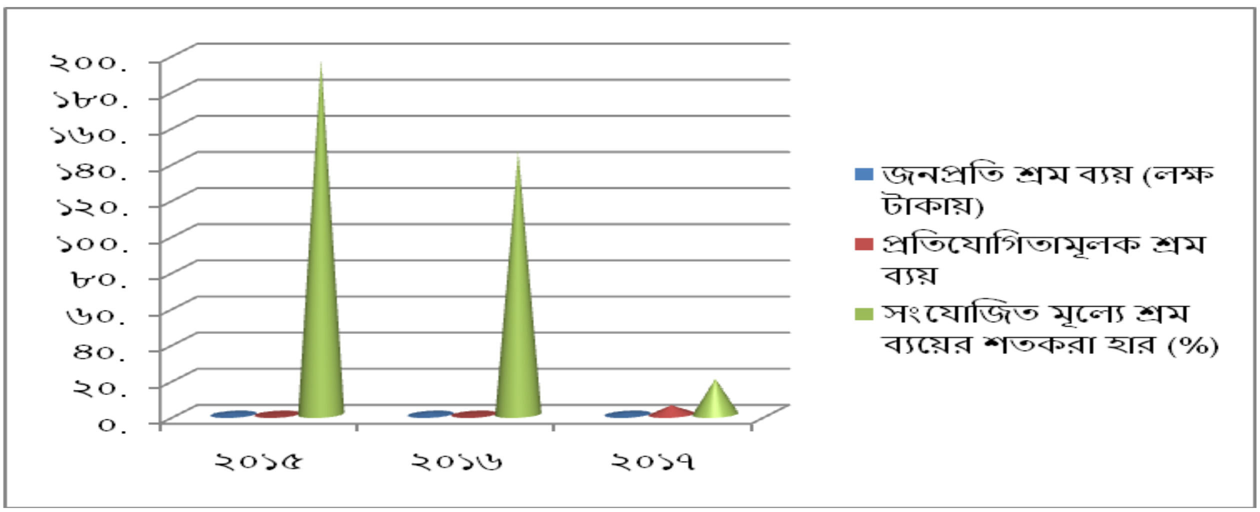

সারণী- ৬ এ হোটেল ভিক্টরী ইন এর ২০১৫ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত উৎপাদনশীলতা সহিত সম্পৃক্ত ব্যয়ের তুলনামূলক অনুপাত নিরুপণ করা হয়েছে । এ সারণীর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জনপ্রতি শ্রম ব্যয় ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ৫.৭১% এবং ২০১৭ সালে ৩.৮১% বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন্যদিকে সংযোজিত মূল্যে শ্রম ব্যয়ের শতকরা হার ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ৫০.৯৬% এবং ২০১৭ সালে ১৭৬.৬% হ্রাস পেয়েছে ।

ফিগার-১.৩
প্রফিটিবিলিটি অনুপাত

অপারেটিং প্রফিট
স্থায়ী মূলধন
(প্রফিটিবিলিটি)

অপারেটিং প্রফিট
বিক্রয়
(অপারেটিং প্রফিট মার্জিন)

X

বিক্রয়
স্থায়ী মূলধন
(মূলধন টার্ণওভার)

নিরুপণঃ

প্রফিটিবিলিটির অনুপাত বলতে অপারেটিং প্রফিট এবং স্থায়ী মূলধনের অনুপাতকে বুঝানো হয়েছে । এ অনুপাত নির্দেশ করে যে, কিভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের প্রফিটিবিলিটি তার মূলধন তৈরীতে ব্যবহৃত হচ্ছে । প্রফিটিবিলিটির অনুপাত মূলধন টার্ণওভার এবং অপারেটিং প্রফিট মার্জিন দ্বারা প্রভাবিত । যা ফিগার ১.৩ এ এবং প্রফিটিবিলিটির অনুপাত সারণী-৭ এ দেখানো হয়েছে ।

সারণী - ৭
প্রফিটিবিলিটি অনুপাত

নির্নায়ক সমূহ	সাল		
	২০১৫	২০১৬	২০১৭
অবচয় (লক্ষ টাকায়)	৪২.৫৪	৪১.৯৪	৩৭.৩৯
অপারেটিং প্রফিট (লক্ষ টাকায়)	-৯২.২৮	-৭৫.৫৬	৩৮১.২৮
প্রফিটিবিলিটি (%)	-২৪.৫০	-২১.২০	১১৯.৫২
প্রফিট মার্জিন (%)	-৬৩.৪৮	-৪৩.১০	৬৩.০৩
মূলধন টার্নওভার (লক্ষ টাকায়)	০.৩৯	০.৪৯	১.৯০

চিত্রে প্রফিটিবিলিটি অনুপাত

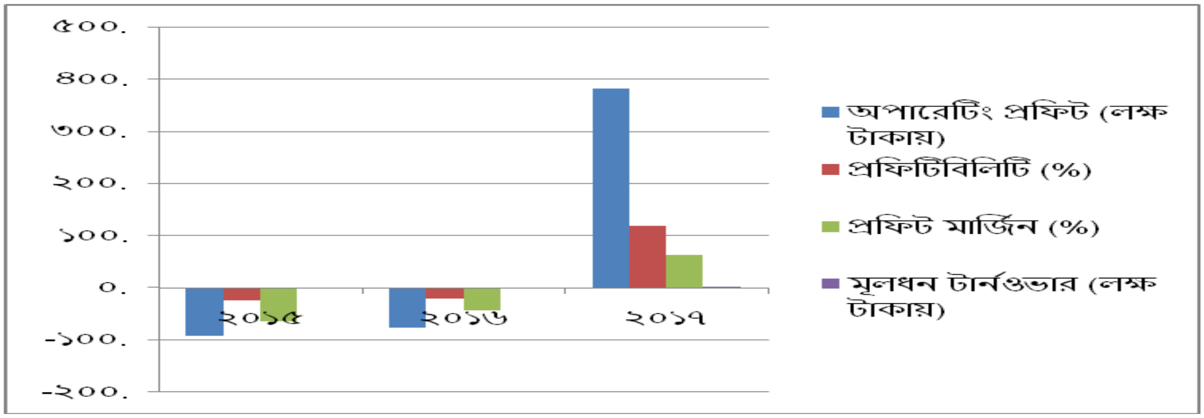

সারণী- ৭ এ এ হোটেল ভিক্টরী ইন এর ২০১৫ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রফিটিবিলিটি অনুপাত নিরুপণ করা হয়েছে। এ সারণীর তথ্য সমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রফিটিবিলিটি ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ৩.৩ % এবং ২০১৭ সালে ১৪৪.০২% বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রফিট মার্জিনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ২০.৩৮% এবং ২০১৭ সালে উহা ১২৬.৫১% বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে মূলধন টার্নওভারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে,ভিত্তি বৎসর ২০১৫ সালের তুলনায় মূলধন টার্নওভার ২০১৬ সালে উহা ২৫.৬৪% এবং ২০১৭ সালে ৩৮৭.১৮% বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা

১। হোটেল নিরভানা ইন,রামের দীঘির পাড়, মির্জাজাঙ্গাল, সিলেট।

২। হোটেল ক্যাসল সালাম, কে.ডি.এ এভিনিউ, খুলনা।

৩। হোটেল ভিক্টরী ইন, ভি.আই. পি.রোড, নয়াপল্টন, ঢাকা।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি)

০১।	শিল্প মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী	সভাপতি
০২।	সিনিয়র সচিব/ সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
০৩।	সিনিয়র সচিব/ সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় ৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	সদস্য
০৪।	সিনিয়র সচিব/ সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	সদস্য
০৫।	সিনিয়র সচিব/ সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
০৬।	সিনিয়র সচিব/ সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
০৭।	সচিব,সিনিয়র সচিব/ সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ,	সদস্য
	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	
০৮।	সিনিয়র সচিব/ সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও	সদস্য
	খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ, সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
০৯।	সিনিয়র সচিব/ সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়,	
	বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
১০।	সিনিয়র সচিব/ সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
১১।	সিনিয়র সচিব/ সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
১২।	সিনিয়র সচিব/ সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ,পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।	সদস্য
১৩।	সিনিয়র সচিব/ সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
১৪।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন,রয়েল টাওয়ার ৪, পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
১৫।	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
১৬।	উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	
১৭।	এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান, বেপজা কমপ্লেক্স, হাউজ নং-১৯/ডি, রোড নং-৬, ধানমন্ডি, ঢাকা।	সদস্য
১৮।	সভাপতি,বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০।	সদস্য
১৯।	সভাপতি, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশন অব বাংলাদেশ, রমনা, ঢাকা।	সদস্য

২০।	সভাপতি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি, নাভানা উসমান @ লিংক(লেবেল-৪), বীর উত্তম মীর শওকত এভিনিউ, তেজঁগাও গুলশান লিং রোড,ঢাকা-১২০৮।	সদস্য
২১।	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	সদস্য
২২।	সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন, চেম্বার বিল্ডিং, ১২২-১২৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	সদস্য
২৩।	সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, ৬৫-৬৬, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	সদস্য
২৪।	সভাপতি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাষ্ট্রি, বিসিআইসি ভবন, ৩০-৩১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।	সদস্য
২৫।	সভাপতি, বাংলাদেশ পাটকল সমিতি,আদমজীকোর্ট (৪র্থ তলা)মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	সদস্য
২৬।	সভাপতি, বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন, ৫৫/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা।	সদস্য
২৭।	সভাপতি, বাংলাদেশ বস্ত্রকল সমিতি, ইউনিক ট্রেড সেন্টার, লেভেল-৮, ৮- পান্থপথ, ঢাকা।	সদস্য
২৮।	সভাপতি, সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব), মেজবাহ উদ্দিন প্লাজা, ৯১, নিউ সার্কুলার রোড, ঢাকা।	সদস্য
২৯।	সভাপতি,বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন, বিজিএমইএ কমপেক্স ২৩/১ পান্থপথ লিংক রোড, ঢাকা।	সদস্য
৩০।	সভাপতি,বাংলাদেশ নীট ম্যানুফ্যাকচারাস এন্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন, ২৩৩/১, বিবি রোড, প্রেস ক্লাব বিল্ডিং, নারায়নগঞ্জ-১৪০০।	সদস্য
৩১।	সভাপতি, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি, ৩৮, টিপু সুলতান রোড, ঢাকা।	সদস্য
৩২।	সভাপতি, বাংলাদেশ ফার্নিচার এসোসিয়েশন, বি/ ৭৭-৭৩ শপিং সেন্টার, গুলশান-১, ঢাকা।	সদস্য
৩৩।	সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক লীগ, ২৩ বি,বি এভিনিউ, ঢাকা।	সদস্য
৩৪।	সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক পাটি, ৬৬ পাইনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা।	সদস্য
৩৫।	সভাপতি, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র ২৩/২, তোপখানা রোড (৪র্থতলা), ঢাকা।	সদস্য
৩৬।	সভাপতি, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ, ৮, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ (৩য় তলা), ঢাকা।	সদস্য
৩৭।	সভাপতি, এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ, ১০/৭, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	সদস্য
৩৮।	পরিচালক, এনপিও	সদস্য-সচিব

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্যনির্বাহী কমিটি

১।	সিনিয়র সচিব/ সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	সদস্য
৩।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	সদস্য
৪।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	সদস্য
৫।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন	সদস্য
৬।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বস্ত্রকল কর্পোরেশন	সদস্য
৭।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন	সদস্য
৮।	অতিরিক্ত সচিব(প্র:)/যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-২) শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন,রয়েল টাওয়ার ৪, পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
১০।	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
১১।	সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন	সদস্য
১২।	সভাপতি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
১৩।	সভাপতি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
১৪।	সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
১৫।	সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)	সদস্য
১৬।	সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
১৭।	সভাপতি,বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি (বিডব্লিউসিসিআই),ঢাকা।	সদস্য
১৮।	প্রেসিডেন্ট, এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ	সদস্য
১৯।	সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক লীগ	সদস্য
২০।	সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক পার্টি	সদস্য
২১।	সভাপতি, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র	সদস্য
২২।	পরিচালক, এনপিও	সদস্য-সচিব

সেবা খাতের উপদেষ্টা কমিটি

১।	পরিচালক (কারিগরি) বিআরটিসি পরিবহন ভবন, ঢাকা।	সভাপতি
২।	প্রধান প্রকৌশলী (উৎপাদন) ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।	সদস্য
৩।	পরিচালক/ লোকোমেইন্ট বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা।	সদস্য
৪।	মহা-ব্যবস্থাপক সোনালী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৫।	মহা-ব্যবস্থাপক (বিপণন) তিতাস গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন লিঃ তিতাস গ্যাস ভবন, দক্ষিন অঞ্চল, ঢাকা।	সদস্য
৬।	চেয়ারম্যান বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি এর পক্ষে একজন স্থায়ী প্রতিনিধি।	সদস্য
৭।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঢাকা পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ এর পক্ষে একজন স্থায়ী প্রতিনিধি।	সদস্য
৮।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি সার্কেল) ওয়াসা ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা।	সদস্য
৯।	সভাপতি বাংলাদেশ ট্রাক মালিক সমিতি, ঢাকা।	সদস্য
১০।	পরিচালক ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), ঢাকা।	সদস্য
১১।	যুগ্ম-পরিচালক ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), ঢাকা।	সদস্য
১১।	উর্দ্ধতন গবেষণা কর্মকর্তা, সেবা খাত ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), ঢাকা।	সদস্য সচিব

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পেশাজীবী ব্যক্তিবর্গ

১।	জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান	পরিচালক
২।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	যুগ্ম-পরিচালক(অ:দ:)
৩।	জনাব এ টি এম মোজাম্মেল হক	উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা
৪।	জনাব মুহাম্মদ আরিফুজ্জামান	উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা
৫।	জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন	উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা
৮।	মোছাম্মৎ ফাতেমা বেগম	উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা
৯।	মোসাঃ আবিদা সুলতানা	উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা
১০।	জনাব মোঃ রাজু আহম্মেদ	গবেষণা কর্মকর্তা
১১।	জনাব রিপন সাহা	গবেষণা কর্মকর্তা
১২।	মিসেস সুরাইয়া সাবরিনা	গবেষণা কর্মকর্তা
১৩।	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান	গবেষণা কর্মকর্তা
১৪।	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান	গবেষণা কর্মকর্তা
১৫।	জনাব মোঃ আকিবুল হক	গবেষণা কর্মকর্তা
১৬।	মিসেস নাহিদা সুলতানা রত্না	গবেষণা কর্মকর্তা (সিসি)
১৭।	সৈয়দ জায়েদ-উল ইসলাম	গবেষণা কর্মকর্তা (সিসি)
১৮।	জনাব ফিরোজ আহমেদ	পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী
১৯।	জনাব মোঃ রিপন মিয়া	পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী